ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 11 November, 2019 ■ আগরতলা, ১১ নভেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ২৪ কার্ত্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বুলবুল

বুলবুল'র প্রভাবে রবিবার দিনভর রাজ্যে বৃষ্টিপাত হয়। আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

বুলবুল'র তান্ডবে এপাড়-ওপাড় বাংলা তছনছ, মৃত্যু কমপক্ষে কুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা/কলকাতা, ১০ নভেম্বর।। ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের তান্ডবে তছনছ হয়ে গিয়েছে এপাড় এবং ওপাড় বাংলা। দুই বাংলার বহু গ্রাম লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে। বহু মানুষ ত্রাণ শিবিরে আশ্রিত। বাড়ি ঘর ভেঙ্গে গিয়েছে। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। এখনও পর্যন্ত দুই বাংলায় মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে কুড়িজনের। এর মধ্যে বাংলাদেশে ১১ জনের এবং পশ্চিমবঙ্গে ৯ জনের। তাছাড়া ওড়িশ্যাতেও মৃত্যুর খবর মিলেছে।

ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ৯টি জেলার জেলাশাসকদের প্রাথমিক রিপোর্ট নবান্নে এসে পৌঁছেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ৯ জেলার ৩ লক্ষের বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ঘূর্ণিঝড়ের ফলে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৭ হাজারের বেশি বাড়ি। প্রায় ৯ হাজার গাছ উপড়ে পড়েছে। ৯৫০টি মোবাইল টাওয়ার ভেঙে পড়েছে। ফলে বিস্তীর্ণ এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যপবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছে।ফলে বিস্তীর্ণ এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যযবস্থা ভেঙে পড়েছে। এপর্যন্ত রাজ্যে বুলবুলের বলি ৮জন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। যদিও সরকারিভাবে রাজ্যে ছয়জনের মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে।

শনিবার রাত ৮টা নাগাদ গঙ্গাসাগর এলাকায় আছড়ে পড়ে বুলবুল। শুরু হয় তাণ্ডবলীলা। ''বুলবুল''-এর দাপটে বিপর্যস্ত বকখালি, ফ্রেজারগঞ্জ, সন্দেশখালি, ঝড়খালি, হিঙ্গলগঞ্জ, নন্দীগ্রাম, নয়াচর, খেজুরি প্রভৃতি এলাকা। বুলবুলের তাণ্ডবে সবচেয়ে বেশি বিধ্বস্ত বকখালি। বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়েছে। ট্রলার উল্টে গিয়েছে। অন্যদিকে ঝড়খালি কার্যত সম্পূর্ণরূপে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

বুলবুলের দাপটে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা। বুলবুলের দাপটে শনিবার রাতে নামখানা ব্লকের হাতানিয়া দোয়ানিয়া নদীতে তলিয়ে গেল একটি আস্ত জেটি। গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত আরো একটি জেটি। কাকদ্বীপের দিক থেকে বকখালির দিকে যাওয়ার জন্য এই জেটিই একসময় ছিল এলাকার সাধারণ মানুষের অন্যতম ভরসা।বুলবুলের দাপটে বিশেষ করে কাঁচা বাড়ি, গাছপালার প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বেশ কিছু জায়গায় গাছপালা ঘরবাড়ি চাপা পরে মৃত্যু হয়েছে গবাদিপশুর। সুন্দরবনের বিশেষ করে গোসাবা ব্লক ও বাসন্তী ব্লক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কুলতলী ব্লকের ও বেশ খানিকটা অংশ। এছাড়া জেলার সাগর, কাকদ্বীপ, পাথর প্রতিমা সহ বিস্তীর্ণ এলাকার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বুলবুলের দাপটে। এলাকার বিভিন্ন জায়গায় রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যায় গাছপালা পড়ে।পরে স্থানীয় মানুষজন ও প্রশাসনের তৎপরতায় রাস্তাঘাট পরিষ্কার করার কাজ হয়। রবিবার সকাল থেকেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে ক্ষতি গ্রস্তদের বাড়ি গিয়ে ক্ষয়ক্ষতির হিসেব নিকেষ করার কাজ শুরু হয়েছে।

এদিকে, বুলবুলের দাপটে এপর্যন্ত রাজ্যে মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের। এদের মধ্যে কলকাতার বালিগঞ্জে মারা গেছেন শেখ সোহেল (২৮) নামে এক যুবক। পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে এক মহিলা ঝড়ের হাত থেকে গবাদি পশুর প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে মারা যান। শনিবার রাতেই ঝড়ের দাপটে ফ্রেজারগঞ্জে ডুবে গেল মৎস্যজীবীদের চারটি ট্রলার। ইতিমধ্যেই উদ্ধার হয়েছে এক মৎস্যজীবীর দেহ। এখনও নিখোঁজ আটজন। অন্যদিকে, উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমায় বুলবুলের বলি হয়েছেন পাঁচজন ঊ জানা যায় রবিবার ভোর রাত চারটে নাগাদ বসিরহাট এক নম্বর ব্লকের গোটরা পঞ্চায়েতের গোকনা গ্রামে গাছ চাপা পড়ে ঘরের মধ্যে ঘুমন্ত অবস্থায় মৃত্যু হয় রেবা বিশ্বাসের। অন্যদিকে বসিরহাট মাটনিয়া এলাকায় বিদ্যুতের খুঁটি পড়ে গুরুতর জখম অবস্থায় কলকাতার একটি হাসপাতালে মৃত্যু হয় মইদুল গাজী নামে এক বৃদ্ধর। একইভাবে ঘর চাপা পড়ে ও গাছের ডাল চাপা পড়ে হিঙ্গলগঞ্জ মালকান ঘুমটি এলাকায় মৃত্যু হয় সুচিত্রা মন্ডল আর সন্দেশখালির মথুরাপুর গ্রামের আমেনা বিবি ও সন্দেশখালির দাড়ির জঙ্গল এলাকায় মৃত্যু হয় বিদেশি সরদারের। অন্যদিকে, ওডিশায় বুলবুল কেড়ে নিয়েছে আরও একজনের প্রাণ। রাজ্যজুড়ে বুলবুলের জেরে আহত হয়েছেন বহু মানুষ ঊএছাড়া, ওডিশায় বুলবুল কেড়ে নিয়েছে আরও একজনের প্রাণ।

ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল'র তা-বে বাংলাদেশের আট জেলায় ঘর ও গাছচাপা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যেও দিনভর ঝিরঝির বৃষ্টি, ছন্দপতন জনজীবনে ব্যাপক ক্ষতি রবি ফসলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ নভেম্বর।। ঘূর্নিঝড় বুলবুল প্রবল বেগে আছড়ে পড়েছে বাংলার উপকূলে। শনিবার থেকেই ত্রিপুরা রাজ্যেও দুর্যোগের ঘনঘটা। মুখ ভার করে আছে আকাশ। রবিবার সকাল থেকে ঝিরঝির বৃষ্টিতে জনজীবন নাকাল হয়ে পড়েছে। সাইক্লোন বুলবুলের প্রভাবে রজ্যেও হালকা মাঝারী বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। শনিবার থেকেই আকাশের মুখ ভার হয়ে রয়েছে। রবিবার সকাল থেকেই শুরু হয়েছে বৃষ্টিপাত।

বৃষ্টির ফলে জীবন যাত্রা রীতিমতো বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ছাতি ছাড়া ঘর থেকে বের হওয়ার কোন উপায় নেই। বিভিন্নস্থানে সরকারী ও বেসরকারী অনুষ্ঠানেও বুলবুলের প্রভাব পড়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সমস্যায় পড়েছেন সব অংশের মানুষ। রাস্তাঘাটে যানবাহনের সংখ্যা অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেকটাই কম। ঘর ছেড়ে নেহাতেই গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ না থাকলে কেউ বের হচ্ছেন না। রবিবার সরকারী ছুটির দিন হওয়ার দিনটি অনেকটাই নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটছে। প্রত্যেকেই বাড়িঘরে পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে ছুটির আমেজে দিনটি কাটাচ্ছেন। বুলবুল খানিকটা আঘাত এনেছে প্রতিবেশি রাষ্ট্র বাংলাদেশেও। তবে, এখনও পর্যন্ত বড় ধরনের কোন অঘটনের খবর নেই। বুলবুল দুর্বল হয়ে গেছে বলে জানা গেছে। ফলে হালকা মাঝারী বৃষ্টি পাত ছাড়া বড় ধরনের বিপর্যয়ের আর তেমন কোন সম্ভাবনা নেই। সাইক্লোন বুলবুলের আঘাতে পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে। উত্তরপূর্বাঞ্চলের রাজ্য গুলিতে তেমন বড় ধরনের কোন আঘাত হানতে পারেনি বুলবুল।

সমুদ্রে সৃষ্ট ঝড় বুলবুল ত্রিপুরায় সরাসরি আঘাত না হানলেও ঠিকই প্রভাব ফেলছে আবহাওয়ায়। এর জেরে ঝিরিঝিরি বৃষ্টিপাত হচ্ছে রাত থেকেই, বিঘ্নিত হচ্ছে অভ্যন্তরীন ফ্লাইটগুলো। শনিবার সন্ধ্যা থেকে বুলবুলের জেরে কয়েক দফায় রাজধানী আগরতলাসহ রাজ্য জুড়ে বৃষ্টিপাত শুরু হয়। রোববারও এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। আহবাওয়া অধিদপ্তরের তথ্যপাত শুরু হয়। রোববারও এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্যমতে, রোববার দিনভর রাজ্যজুড়ে বৃষ্টি হবে।

সোমবার বৃষ্টিপাত কিছুটা কমলেও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকতে পারে। আগামী শুক্রবার পর্যন্ত আকাশ আংশিক মেঘাচ্ছন্ন থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া, বুলবুলের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশের শান্তি বজায় রাখতে জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার সঙ্গে বৈঠকে সাধু-সন্ত ও ধর্মগুরুরা

নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর (হি.স.)।। অযোধ্যা ইস্যুতে শীর্ষ আদালতের রায় ঘোষণার পর রবিবার দেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল ধর্মগুরু, ধার্মিক নেতা এবং সাধুদের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন।

জানা গিয়েছে, এই বৈঠক থেকে দেশের শান্তি ব্যবস্থা কিভাবে রাখা যায় এবং কিভাবে অযোধ্যা ইস্যুতে বিতর্ক বন্ধ করা যায় তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের বাসভবনে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে বাবা রামদেব, স্বামী পরমাত্মানন্দ, স্বামী অবধেসানন্দ, সিয়া ধর্মগুরু মৌলানা কলবে জাববাদ সহ অন্যান্য ধর্মগুরুরা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। অযোধ্যা মামলার চূড়ান্ত রায় সুপ্রিম কোর্ট দেওয়ার পরে দেশে শান্তি অবস্থা বজায় রাখার জন্য এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানা

অযোধ্যা মামলার সুপ্রিম রায়

গিয়েছে। বৈঠকের পর বাবা রামদেব বলেন, এই বৈঠকে দেশের শান্তি অবস্থা বজায় রাখতে সৌভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি মজবুত করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, অযোধ্যা মামলায় সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের পর দেশে কোন প্রান্তে যেন কোন রকম কোন বিবাদ না হয়, এ বিষয়ে সব ধর্মের সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলোচনার পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি দৃঢ় করার আলোচনা হয় এবং কোনরকম ধার্মিক বিবাদ যাতে না হয়, সে বিষয়ে এ দিনের বৈঠকে উপস্থিত সকলে আলোচনা করেন।

তিনি আরও বলেন, দেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালও সমস্ত ধর্ম গুরুদের কাছে আর্জি জানিয়েছেন যে দেশের শান্তি ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য তারা এগিয়ে আসেন। বৈঠকের পর সমস্ত সাধু-সন্ত, ধর্মগুরু, ধার্মিকনেতারা জাতীয় নিরাপত্তা নিরাপত্তা উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে দেশের শান্তি সৌভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার ভাবনায় আলোকপাত করেন। উল্লেখ্য, শনিবার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মরণ ফাঁদে পরিণত বিকল্প জাতীয় সড়ক, নীরব দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১০ নভেম্বর।। আসাম ত্রিপুরা সীমান্তের বিকল্প ২০৮ নং জাতীয় সড়ক দীর্ঘদিন থেকেই জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। বিশেষ করে ত্রিপুরা প্রবেশমুখ বিকল্প জাতীয় সড়ক কাঠালতলী হয়ে প্রেমতলা পর্যন্ত ৩ কিমি বিকল্প জাতীয়টি মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে পারেন লরি চালকরা।

দুদিনের লাগাতর বর্ষণের ফলে রাস্তাটির যে করুণ দশা হয়েছে তাতে হতবাক হওয়ার বিষয়।বিশেষ করে যাত্রীবাহী অটো এবং ছোট গাড়ি,গ্যাস ও সবজি বোঝাই লরিগুলি যেকোনো সময় বিপদের সম্মুখীন হতে পারে।এলাকার লোকজন বিষয়টি বারবার দপ্তরের নজরে আনলেও কোন হেলদোল নেই পূর্ত দপ্তরের।তাই দাবি উঠছে অতিসত্বর যেন আসাম ত্রিপুরা বিকল্প ২০৮ নং জাতীয় সড়ক টির মেরামত করা হয়।অন্যতায় লরি চালক এবং এলাকাবাসীরা মিলে রাস্তা অবরোধ করে উত্তর আন্দোলন সংগঠিত করতে বাধ্য হবেন।প্রতিদিন এই সড়ক দিয়ে শত শত ছোট বড় গাড়ি চলাচল করছে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে।রাস্তাটির এই করুণ দশার ফলে একদিকে যেমন লরি চালকরা হয়রানির শিকার অপরদিকে যাত্রী দুর্ভোগ চরমে।

চাকুরীর প্রলোভন দিয়ে কুমারঘাটের মহিলাকে হরিয়ানায় বিক্রি, গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১০ নভেম্বর।। মহিলাদের চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে মহিলাদেরকে পাচার করার মতো ঘটনা এরাজ্যে প্রায়ই ঘটে চলেছে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পাচার হওয়া মহিলা বা যুবতীদের উদ্ধারে পুলিশের ব্যর্থতার অভিযোগ থাকলেও এ যাত্রায় কুমারঘাট থেকে পাচার হওয়া মহিলাকে উদ্ধার করে সাফল্য পেল পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ গত ১২ ই অক্টোবর ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট মহকুমার বেতছড়ায় এলাকার বাসিন্দা রতন দেবের স্ত্রীকে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যায় গোহাটির আশরাফ আলী নামে এক ব্যক্তি। উল্লেখ্য কিছুদিন পূর্বেই আশরাফ আলীর সাথে ভুল নাম্বারে ফোন যাওয়ার ফলে পরিচয় হয় রতন দেবের স্ত্রীর। এরমধ্যে গত কিছুদিন আগে রতন দেবের পারিবারিক ঝামেলার ফলে রতনের স্ত্রী ঐ যুবককে পরিবারের ঝামেলা সম্পর্কে বলে এবং তখনই ঐ যুবক মহিলাকে চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দেখায়।

আশরাফ আলীর প্রলোভনে পরে মহিলা তার সাথে দেখা করে এবং আশরাফ আলী মহিলাকে শিলিগুড়িতে নিয়ে গিয়ে একটি কাজ পাইয়ে দেবে বলে প্রলোভন দেখায়। সেখানে যাবার পর ঐযুবক মহিলাকে ফুসলিয়ে প্রথমে দিল্লি নিয়ে যায় এবং পরে হরিয়ানায় সুরবিন্দর সিং নামে এক ব্যক্তির কাছে দিয়ে দেয় এবং সেখানে মেয়ের ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাকে বিয়ে করে সুরবিন্দর সিং নামের যুবকটি।

এই ঘটনা সম্পর্কে মহিলা ঐ যুবকের কাছে জানতে চাইলে সে জানায় যে তাকে এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। তখনই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন মহিলা। সুযোগ বুঝে সুরবিন্দর সিং এর মোবাইল ফোন থেকে মহিলা বাড়িতে ফোন করে এবং তার স্বামীকে পুরো ঘটনা জানায়। তখন মহিলার স্বামী কুমারঘাট থানায় একটি মামলা দায়ের করে। যার নম্বর ৫৬/২০১৯। এরপরই মাঠে নামে পুলিশ। কুমারঘাট থানার আধিকারিকের নেতৃত্বে গঠিত হয় একটি স্পেশাল টিম।

অবশেষে মোবাইলের সূত্র ধরে পুলিশ হরিয়ানা থেকে সেখানকার পুলিশের সহযোগিতায় সুরবিন্দর সিংকে গ্রেপ্তার করে। রাজ্যে নিয়ে আসা হয় অপহৃতা মহিলাকেও। তবে আসরাফ আলিকে গ্রেপ্তারে ব্যার্থ কুমারঘাট থানার পুলিশ, এমনটাই জানালেন কুমারঘাট থানার আধিকারিক প্রদ্যুৎ দত্ত।

রাজ্য থেকে হরিয়ানায় অনেক মহিলাকেই এভাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পুলিশ এই বিষয়টাকে অনেকটাই গুরুত্ব সহকারে দেখার ফলে ইতিমধ্যেই পাচার চক্রের সন্ধান পেয়েছে। তাদের উপর কড়া নজরদারি রাখছে পুলিশ। পুলিশি তৎপরতায় অপহৃতা মহিলা বহিঃরাজ্য থেকে উদ্ধার হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস মহিলার পরিবারে। পাশাপাশি রাজ্য থেকে বহিঃরাজ্যে মহিলা পাচারের ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বিগ্ন সচেতন মহল।

অবৈধ সম্পর্কের জেরে গায়ে আগুন দিলেন গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ নভেম্বর।। পরকীয়া প্রেমে আসক্ত হয়ে দুই সন্তানের জননী গৃহবধূর উপর অত্যাচার। অত্যাচারের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। বর্তমানে জিবি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে ঐ গৃহবধূ। গৃহবধূর নাম স্বর্ণালী দেব পাল, স্বামী পিন্টু পাল। বাড়ি কুমারঘাটের পূর্বকাঞ্চনবাড়ি এলাকায়।

গত বৃহস্পতিবার শ্বশুড়, শাশুড়ি ও স্বামীর অত্যাচার এবং পরবর্তী সময়ে কেরোসিনের ড্রাম এগিয়ে দিয়ে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেয় পরকীয়া প্রেমে আসক্ত স্বামী পিন্টু পাল। এক পর্যায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয় গৃহবধূ এমনি অভিযোগ গৃহবধূর ভাই রাহুল দেবের। গৃহবধূর ৮০ শতাংশ দেহ পুড়ে যায়। বর্তমানে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্বামীর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবী এলাকাবাসীর।

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৬ ◻ সংখ্যা ৩৪ ◻ ১১ নভেম্বর ২০১৯ ইং ◻ ২৪ কার্ত্তিক ◻ সোমবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

নেশা বড়ই সর্বনাশা

নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়িবার উদ্যোগ কতখানি সাফল্য পাইয়াছে তাহা নিয়া বিতর্ক থাকিতে পারে। তবে, একথা ঠিক, ফেন্সিডিল পাচার আমদানি অনেকটাই বন্ধ করা গিয়াছে এমন বলা যাইতে পারে। গাঁজা চাষের উপর কড়া পদক্ষেপও অনেকখানি সফল বলা যাইতে পারে। এই পরিস্থিতিতেও রাজ্যের মানুষ নেশা আতংকে একেবারেই তটস্থ। সেখানে পুলিশ প্রশাসনের হাত তেমন সক্রিয় হইতেছে না। আজ উঠতি বয়সের যুবক যুবতীরা ব্যাপকহারে নেশার টেবলেট ইত্যাদিতে বিভোর হইয়া থাকে। সিরিঞ্জ দিয়া নেশা সামগ্রী দেহে অনায়াসে নিতেছে যৌবন উন্মত্ত ছেলে ও মেয়েরা। গাঁজা ফেন্সিডিল ইত্যাদির উপর কঠোর লাগাম থাকিলেও একশ্রেণীর যুবক যুবতী মারাত্মক নেশা সেবন ও দেহে গ্রহণ করিয়া বুঁদ হইয়া থাকিতেছে। নেশার বিরুদ্ধে পূর্ণ সাফল্যের নজীর গড়িতে হইলে যুবক যুবতীদের এই মারণ নেশা হইতে মুক্ত করিবার উদ্যোগ জরুরী। কিন্তু, প্রশাসন এই ব্যাপারে তেমন নিতে পারিতেছেন না। যুবক যুবতীদের এই ভয়ংকর নেশার কবল হইতে মুক্তি বা বাঁচানোর উদ্যোগ আজ অনেক বেশী জরুরী। শুধু ত্রিপুরা নয় দেশের প্রায় সর্বত্রই এই নেশা ব্যাধি যুব শক্তি তিলে তিলে নিঃশেষ করিয়া দিতেছে। ত্রিপুরায় বিজেপি জোট সরকার প্রতিষ্ঠার পর মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বিশাল চ্যালেঞ্জ নিয়াছিলেন নেশার বিরুদ্ধে। সমাজ হিতে এই পদক্ষেপের বোধ হয় তুলনা নাই।

প্রদীপের নীচে অন্ধকারের মতোই নেশা অভিযান সর্বত্র সমান তালে পৌঁছায় নাই। আজ রাজ্যের গ্রাম পাহাড় সর্বত্র সমস্ত জটিলতার অশান্তির মূল সেই নেশা। এই নেশা কত পরিবার কত জীবন তছনছ করিয়া দিয়াছে তাহার হিসাব নাই। দেশী মদ, যে মদে ইউরিয়া সার ও বিভিন্ন ক্ষতিকর জিনিষ মিশ্রিত করা তাহাই গলায় ঢালিয়া পরিতৃপ্তি যাঁহারা তাহাদের মৃত্যু পথ ত্বরান্বিত করে। নেশায় বুঁদ হইয়া পারিবারিক অশান্তি, খুনাখুনি তো আকছার ঘটিতেছে। সেখানে প্রশাসন কর্য্যকর পদক্ষেপ নিতে পারিলে একটা সুস্থ সুন্দর সমাজ উপহার দেওয়া যাইত। শহর আগরতলাই শুধু নহে রাজ্যের এমন কোনও গ্রাম এলাকা বাদ নাই যেখানে এই মারণ বিষ সগৌরবে আছে। এই সমস্যা নতুন নহে, যুগ যুগান্তর ধরিয়া এই সমস্যা তিলে তিলে সমাজ সংসারকে তছনছ করিতেছে। লক্ষ্যণীয় ইহাই যে, কোনও সরকারই এই বিষয়টি জানিয়া বুঝিয়াও ইহার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে দেখা যায় নাই। যদি নতুন বিজেপি জোট সরকার এই সমস্যা নিরসনে উদ্যোগী হন তাহা হইলে ইহা হইবে একটি বিপ্লবী পদক্ষেপ। সমাজের এই ক্ষয়রোগ সারাইতে পারিলে সুস্থ সমাজ, সুস্থ বাতাবরণ গড়িয়া উঠিবে। দুর্ভাগ্যের ইহাই যে, রাজ্যের শহর গ্রাম সর্বত্র বহু গরীব অংশের মদ্যপদের নির্যাতনের শিকার হইয়া তিলে তিলে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে বহু। আজ মহিলা সংক্রান্ত যতগুলি অপরাধ সংগঠিত হইতেছে তাহার সিংহভাগই এই মদ্যপানের খেসারত।

এই শহর আগরতলায়, শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবৈধ বার বাণিজ্য চালাইবার দুঃসাহস দেখাইতে পারে। যেখানে প্রতিনিয়ত আনাগোনা বাড়িয়া গিয়াছিল শহরের মদ্যপদের। শহরের প্রাণকেন্দ্র মেট্রো বাজারের দোতলায় চলিত রঙিন নেশার কারবার। যে রাজ্যে অবৈধ নেশার বিরুদ্ধে জোরদার অভিযান চলিতেছে। সরকার প্রশাসন এই ব্যাপারে কঠোর সেখানে রাজধানী শহরের প্রাণকেন্দ্রে মদ্য ব্যবসার সাহস পাইল কিভাবে? শেষ পর্যন্ত পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের কর্মীরা এই রেস্টুরেন্ট বা অবৈধ নেশার দোকানে হানা দেয় শনিবার। গ্রেপ্তার করা হয় এই রেস্টুরেন্ট বা নেশা দোকানের মালিককে। বাজেয়াপ্ত করা হয় প্রচুর পরিমাণে মজুত রাখা বিলেতী মদ ও আনুসঙ্গিক সরঞ্জাম। পুলিশ অভিযানে গিয়াও মদ্যপানের আসরে কয়েকজন যুবক যুবতীকে পাইয়াছেন। এই মদ্যপানের জোয়ার নতুন নহে। যুগ যুগান্তর ধরিয়া এই পানীয় কত যে ইতিহাস রাখিয়াছে তাহার ইয়ত্বা নাই। এই সুরায় বুঁদ হইয়া থাকিতেন মুণি ঋষিরা। সাধন ভজনে সিদ্ধিলাভ হয় না এই সুরা পান না করিলে। এমন অনেক লেখক, চিন্তাবিদ, বিজ্ঞানী আছেন যাঁদের মগজ কাজ করে না সুরায় পিপাসা না মিটাইলে। রাজা বাদশারা তো সুরার মাঝেই খুঁজিয়া পাইতেন প্রাণ শক্তি। এমনও রাজার সন্ধান আছে যিনি সারা রাত সুরা পানেই কাটাইয়া দিতেন। এই সুরাই তাঁহাদের জীবনী শক্তি নিঃশেষ করিয়া দিত স্বল্পদিনেই। কিন্তু, ইতিহাসে প্রজাবৎসল, নীতিবান রাজা মহারাজার সন্ধানও তো আছে। রাজা হইয়াও ঋষিতুল্য জীবন যাপন করিতেন। সেই রাজর্ষির ইতিহাসও তো আছে আমাদের কাছে। আজ প্রজা কল্যাণই তো গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মুখ্য লক্ষ্য। সেই চেতনা, বিশ্বাসই মূর্ত হইয়া উঠিবে যদি বর্তমান সরকার গরীব মানুষকে নেশামুক্ত জীবনে নিয়া আসিতে পারেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যের হইলেও ইহাই সত্যি যে, এই মোক্ষম কাজটাই সম্পাদন হইতেছে না। নেশা মুক্ত ত্রিপুরা তখনই সফল হইতে পারে যদি নেশার কোনও রকম সুযোগ না থাকে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তীর সময়ে বহু মদের দোকানের লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছিল। তখনই বিভিন্ন মহল হইতে দাবী উঠিয়াছিল ত্রিপুরাকে 'ড্রাই এরিয়া' ঘোষণা করিতে। এরাজ্যে মদের দোকানের লাইসেন্স না দিতে এবং সব মদের দোকানের লাইসেন্স বাতিল করিবার দাবী নৃপেন চক্রবর্তী উড়ইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার যুক্তি ছিল কেন্দ্র নিজস্ব রাজস্ব বাড়াইতে চাপ দিতেছে। মদের দোকান হইতে যে রাজস্ব আসে সেই রাজস্ব কেন্দ্র মিটাইয়া দিলে ত্রিপুরাকে ড্রাই এরিয়া ঘোষণা করা যাইতে পারে। কথায় আছে সাতমন ঘিও হইবে না আর রাধার নাচনও দেখা যাইবে না। সেই নৃপেন আমল হইতে সগৌরবে মাদক সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে ত্রিপুরায়। ১৯৮৮ সালে কংগ্রেস জোট সরকার আসিয়া সারা রাজে ঢালাও মদের দোকানের লাইসেন্স প্রদান করে। আজও কি এই ধারা অব্যাহত? নেশার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সার্বিক সাফল্য পাইতে হইলে মদ্যপানের উপর আরও কঠোর ব্যবস্থা নিতে হইবে। 'ড্রাই এরিয়া' ঘোষণা করিলে ত্রিপুরা প্রকৃতই নেশামুক্ত রাজ্য বলিয়া গর্বও করা যাইতে পারে। সারা দেশের মধ্যে নজর কাড়িতে পারে ত্রিপুরা।

দত্তপন্থ ঠেংড়ি জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান কেশবধামে

গুয়াহাটি, ১০ নভেম্বর (হি.স.) : রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ-এর উত্তরপূর্বীয় সদর কার্যালয় ”কেশব ধাম”-এ রবিবার 'দত্তপন্থ ঠেংড়ি জন্মশতবার্ষিকী সমারোহ উদযাপন সমিতি' এক শ্রদ্ধাঞ্জলি কার্যসূচি পালন করেছে। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে কার্যসূচির শুভারম্ভ করেন সংঘের অখিল ভারতীয় সহ-সম্পর্কপ্রমুখ তথা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সুনীল দেশপাণ্ডে। অনুষ্ঠানের শুভাবর্ধন করেন সংঘের ক্ষেত্র বৌদ্ধিক প্রমুখ তীর্থাংকর দাস কলিতা (শংকর দাস), মহানগর সংঘচালক গুরুপ্রসাদ মেধি, সংঘের জ্যেষ্ঠ প্রচারক শশীকান্ত চৌথাইওয়ালে এবং দত্তপন্থ ঠেংড়ি জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন সমিতির উপ-সভাপতি রবীন শর্মা।

শতাধিক আমন্ত্রিত অতিথির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে ঠেংড়িজির জীবনদর্শন অবলম্বনে শংকর দাস-এর লেখা একটি বই উন্মোচন করেন শশীকান্ত চৌথাইওয়ালে।

অনুষ্ঠানের মুখ্য বক্তা শংকর দাস অজাতশত্রু দত্তপন্থ ঠেংড়ির জীবনদর্শনের ওপর বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি বলেন, দেশে যখন কেবল বামপন্থী বিচারধারায় শ্রমিকদের উদ্ধার করা যাবে বলে এক ভাবধারার প্রভাব বিস্তার করেছিল, তখন এই ঠেংড়িজিই সম্পূর্ণ রাষ্ট্রবাদী বিচারধারায় সঞ্চালিত ”ভারতীয় মজদুর সংঘ”-এর প্রতিষ্ঠা করে দেশের কোণে কোণে রাষ্ট্রবাদের প্রচার করেন। দত্তপন্থজি প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় মজদুর সংঘ আজ সর্বভারতীয় সর্ববৃহৎ মজদুর সংগঠন হিসেবে গড়ে উঠেছে।

পাঁচশ বছরের প্রাচীন এক বিবাদের নিরসন

জয়ন্ত ঘোষাল

ভারতের প্রায় পাঁচশো বছর প্রাচীন এক বিবাদের নিরসন হল। সুপ্রিম কোর্ট অবশেষে রাম মন্দির বনাম বাবরি মসজিদ বিতর্কের অবসান ঘটাল। রায়ে জানাল, এই অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ হবে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর বিশ্বাসকে যেমন সুপ্রিম কোর্ট মর্যাদা দিল, ঠিক সেভাবেই 'আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া'র যে অনুসন্ধান রিপোর্ট, তার তথ্য ও সিদ্ধান্তকেও গুরুত্ব দিল। এ ধরনের বিবাদ নিরসন খুব সহজ কাজ যে ছিল না, সে কথা নিশ্চয়ই সকলে স্বীকার করবেন। রাজীব গান্ধী চেষ্টা করেছিলেন। তিনি সফল হননি। নরসিংহ রাও তো বাবরি মসজিদ ভাঙার পর সুপ্রিম কোর্টের কাঁধে বন্দুক রেখে এই বিপদ বৈতরণি থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিলেন। মনে আছে প্রধানমন্ত্রী হয়ে চন্দ্রশেখরও বলেছিলেন, তিনমাসের মধ্যে তিনি সমস্যার সমাধান করে দিতে পারবেন, কিন্তু পারেননি। তাঁর সরকারই পড়ে গেল, সমস্যরা সমাধান তো দূর অস্ত। আজ এত বছর পর যে এই সমস্যার সমাধান হল, সুপ্রিম কোর্ট দায়িত্ব নিয়ে একটা রায় ঘোষণা করল, তাতে মানসিকভাবে যথেষ্ট শান্তি পাচ্ছি। যাঁরা বলেন, এই বিতর্ক ভারতের রাজনীতিতে অগ্রাধিকার পাওয়া কাম্য নয়, অগ্রাধিকার তো হওয়া উচিত অর্থনীতি, কর্মংস্থান, উন্নয়নের ---তাঁদেরও স্বস্তি পাওয়া উচিত। অন্তত এই রাম মন্দির নির্মাণ নিয়ে 'সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা আর বৃদ্ধি হওয়া কাম্য নয়।

দেখুন এ ধরনের রায়ের পক্ষে ভারতের সমস্ত মানুষ থাকবে এমনটা আশা করা অনুচিত এত বড় দেশ কোটি কোটি মানুষ। সুপ্রিম কোর্টে পাঁচজন বিশিষ্ট বিচারপতি একত্রে এক অখণ্ড রায় দিয়েছেন ঐকমত্যের ভিত্তিতে। তবু এই রায়ের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশের নিজস্ব অধিকার আছে যে কোনও ভারতীয় নাগরিকের। কিন্তু মত পার্থক্য যাই হোক, সুপ্রিম কোর্টের এই ১০৪৫ পৃষ্ঠার রায় পর্যালোচনা করলে বোঝা যাচ্ছে যে, পাঁচ বিচারপতি প্রতিটি তথ্য খতিয়ে দেখেথেন। এলাহাবাদ হাই কোর্টের রায় ও সেই সময়কার দলিলগুলো তাঁর খতিয়ে দেখেছেন। যেমন, শিয়া ওয়াকফ-কে আদালতে জানিয়েছে, ১২ বছরের মধ্যে আইন মেনে দাবি না জানানোয় আজ তাদের ওই জমির টাইটেল নিযে কোনও অধিকার নেই। সুন্নি ওয়াকফের অধিকারও খারিজ হয়েছে। আবার রামলালা বিরাজমানকেও 'আইনি সত্তা' নয় বলে সুপ্রিম কোর্ট মন্দির নির্মাণের অধিকার থেকে তাদের সরিয়ে দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য, রামলালা 'ঈশ্বরের প্রতীক'। আইনি শরিক জমির মালিক হবে কী করে? সুপ্রিম কোর্ট এখন ভারত সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে একটি টাস্ট গঠন করতে। সেই ট্রাস্ট তিনমাসের মধ্যে মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা রচনা করবে। এই ট্রাস্ট গঠনের ক্ষেত্রে নির্মোহী আখড়া সংশ্লিষ্ট হতে পারে। কিন্তু নির্মোহী আখড়াও টাইটেল গ্রহণের ক্ষেত্রে ২০ বছরের মধ্যে দাবি না জানানোয়, তাদের অধিকারও খারিজ হয়ে গিয়েছে। এসব সিদ্ধান্ত নেওয়াও কিন্তু খুব সহজ কাজ ছিল না। আমরা তো এজন্য ভাল লাগছে যে, পাঁচজন বিচারপতি একত্র হয়ে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা এই বিতর্কের অবসান ঘটিয়েছেন। নরসিংহ রাও আদালতের দীর্ঘসুত্রিতা চেয়েছিলেন, কিন্তু মোদি দ্রুত নিষ্পত্তি চেয়েছেন।

রাম মন্দির সম্পর্কে বিজেপির অবস্থানের সঙ্গে আপনি একমত না হতেই পারেন। পশ্চিবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস যখন এনডিএ-র শরিক ছিল, তখনও তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাম মন্দিরের কর্মসূচির বিরুদ্ধে ছিলেন। শরিকদের ভূমিকা তখন গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অটলবিহারী বাজপেয়ীকে জোট সরকার চালানার জন্য আপস করতে হত। সেজন্য রাম মন্দির, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি এও ৩৭০ এসবই বিজেপিকে শিকেয় তুলে রাখতে হয়েছিল। আর মোদির ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ভিন্ন। তিনি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য সরকার গঠন করেছেন। দলীয় ইশতাহারে রাম মন্দির নির্মাণের বিষয়টি 'নতুন' নয়। আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, জনসংঘ পরবর্তীকালে বিজেপিরও 'কোর ইস্যু' এটি। '৮৯ সালে লালকৃষ্ণ আদবানির নেতৃত্বে রাম মন্দির আন্দোলন শুরু হয়। হিমাচল প্রদেশের পালমপুর বিজেপির 'জাতীয় কর্মসমিতি'র বৈঠকে এই রাম মন্দির আন্দোলনের বিষয়ে কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিল। তাই মোদি যা করেছেন, তা দলীয় মতাদর্শ ও নীতি থেকে এক ইঞ্চিও সরে যাওয়া নয়। রাজীব গান্ধী যখন অযোধ্যায় শিলান্যাস করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন নারায়ণ দত্ত তিওয়ারি লখনউয়ের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুটা সিংকে পাঠিয়েছিলেন অযোধ্যায়, মাচানবাবার আশীর্বাদ নিতে। গাছের ডালে বসে থাকতেন এই বাবা। তাই তাঁর নাম ছিল 'মাচানবাবা'। বুটা তাঁর পা মাথায় পাগড়ির উপর রেখে ছবি চুলেছিলেন। আসলে, মুলায়ম সিং বা লালুপ্রসাদ যাদব সংখ্যালঘু আর যাদব ভোটের রাজনীতি করতেন, কিন্তু হিন্দুত্বের বিরোধিতা করে মুসলিম ভোটকেও দীর্ঘদিন অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। কংগ্রেস কিন্তু চিরকাল তার বিরোধীতা করে। কংগ্রেস হিন্দু ভোটেরও সাবেকি দাবিদার। গান্ধীই প্রথম রামরাজ্য গঠনের কথা বলেন। রামধুনকে জনপ্রিয় করেন। কংগ্রেস আজও হিন্দু ও মুসলিম দুই সম্প্রদায়কেই কাছে টানতে চায়। আজ্মর তা করতে গিয়েই ভারতীয় রাজনীতির মেরুকরণে কংগ্রেস বিপদে পড়ে। কংগ্রেসের আমও গেল, ছালাও দেল। আজও সুপ্রিম কোর্টের রায়কে কংগ্রেস স্বাগত জানিয়ে সমালোচনা করছে বিজেপির রাজনীতির।

মোদি অমিত শাহ যা করছন, তাতে কিন্তু ধারাবাহিকতার কোনও অভাব নেই। কোনও 'দ্বিচারিতা' নেই। কমিউনিস্ট তৃণমূল নেতারা, এমনকী কংগ্রেসও এই হিন্দুত্ব রাজনীতির বিরোধীতা করতে পারে। আপনার মনে হতে পারে এটা 'ধর্ম নিরপেক্ষতা' প্রদর্শন নয়। কিন্তু মোদি যা করছেন, তা করছেন নিজস্ব এবং দলীয় কনভিশন থেকেই।

আজ এই এত বড় রায় ঘোষণার পরও দেশে অশান্তি বা উত্তেজনা দেখা যায়নি। রায়ে বলা হয়েছে, মুসলিম মজাজকেও অযোধ্যায় একটি মসজিদ নির্মাণের সুযোগ দেওয়া হবে 'বিকল্প' জমিতে। এই মসজিদ নির্মাণ নিয়েও সরকার মুসলিম প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করবে। যদিও 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম ল বোর্ড' এই রায়ে সন্তুষ্ট নয়। কিন্তু এই বোর্ডের সকল সদস্য একমত-ও নন। সাংবাদিক বৈঠকে চেয়ারম্যানই অনুপস্থিত ছিলেন, আবার উত্তরপ্রদেশে 'সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড' এই রায়ের বিরোধীতা করবে না বলেছে। রায়ে এও বলা হয়েছে , বাবরি মসজিদ বাবর নির্মাণ করেননি। এই মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন মির বাকি। তিনি সুন্নি ছিলেন না, শিয়া ছিলেন। তাহলে সুন্নি সম্প্রদায়ের এই মসজিদ নির্মাণে কোনও অধিকার থাকবে কি না, তা নিয়েও মুসলিম সমাজের একাংশ প্রশ্ন তুলেছে। নরেন্দ্র মোদি টুইট করে বলেছেন, 'কারও জয় বা কারও পরাজয় নয়। রাম বা রহিম নয়, এ হল দেশের জয়। মানুষের জয়। আজ সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের পর একটাই প্রত্যাশা দেশে কোনও অশান্তি যেন না হয়। উগ্র হিন্দুয়ানার শক্তিও যেন মাথাচাড়া না দেয়। দীর্ঘদিনের এক মস্যা সমাধান হয়েছে—শুধু এ জন্যই স্বস্তি পাওয়ার সময় এসেছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ধর্মীয় মৌলবাদ বামপন্থীদের ও গ্রাস করে

বরুণ দাস

এদেশের বিরোধীদের কোনও দরকা নেই সব বোগাস। এরা দেশের শত্রু। আর মানবাধিকার সংগঠন নিষিদ্ধ করে দেওয়া দরকার। চমকে বক্তার মুখের দিকে তাকাই। অধমের সে চাহনি দেখে বক্তা আবার দ্বিগুণ সোৎসাহে বলে ওঠেন, 'আপনাদের মতো সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীরাই যতো নষ্টের গোড়া। আপনাদের দেশছাড়া করা উচিত। এদেশে থাকার কোনও নৈতিক অধিকারই আপনাদের নেই.............। জাতীয় নাগরিকপঞ্জি বা সংক্ষেপে এনআরসি নিয়ে কথা হচ্ছিল। বিশেষ করে নাগরিকত্ব দেওয়া ভিত্তিবর্ষ নিয়ে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি পুজোর প্রাক্কালে কলকাতায় এসে সারাদেশে ফের এনআরসি লাগু করার কথা বলায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বিজেপি রাজ্য সভাপতি তো কথায় কথায এনআরসি লাগু করার কথা বলে থাকেন। এসব নিয়েই ব্যক্তিগত পরিসরে আলোচনা হচ্ছিল রজত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। কিন্তু হঠাৎই তিনি উত্তেজিত হয়ে ওপরের কথাগুলি বলতে থাকেন। যা এককালের কোনও পোড়খাওয়া বামপন্থীর মুখে শোনা বড় বেমানানই শুধু নয়, আপতি অসম্ভবই বটে।

বিজেপি নিয়ন্ত্রিত এনডিএ-র প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকার ২০০৩ সালে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল সংসদে এনে তা পাশ করিয়েছে। রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর তা একন আইনে পরিণত হয়েছে। রাজ্যসভার তৎকালী কংগ্রেস সদস্য ড. মনমোহন সিং এর তীব্র বিরোধীতা করেছিলেন এবং আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে তিনি এই আইনের একটা হেস্তনেস্ত করবেন। মতুয়াদের আমরণ অনশন মঞ্চে মহারষ্ট্র থেকে আরপিআই সাংসদ এসে আশ্বাস দিয়েছিলেন মতুয়াদের। মাতুয়াদের অনশন উঠলেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। ওই আইনে (নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২০০৩) সাবেকি পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা হিন্দুদের বারতেরনাগরিকত্ব দেওয়ার ভিত্তিবর্ষ দণা হয় ১৯৪৮ সালের ১৯ জুলাই। উদ্বাস্তুদের উপযুক্ত প্রমাণপত্র দাখিল করার কথাও বলা হয়েছে ওই আইনে। নাহলে তিনি তো বটেই, তার পরবর্তী প্রজন্মের কেউ আর ভারতের নাগরিকত্ব পাবেন না। ফলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম তারা বেনাগরিক হয়ে থাকবেন। ভাবুন তো কী ভয়ানক ওই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ২০০৩।

এই বিল বা আইনের কথা জানেনেই না শিক্ষিত ও সচেতন বলে পরিচিত রজত বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কেবলই বলতে থাকেন, 'এটা হতেই পারে না' 'বিরোধীরা মানুষকে ভুল বোঝায়', 'সাংবাদিকেরাও অনেক ভুলভাল কথা লেখে' ইত্যাদি ইত্যাদি। বাধ্য বয়েই বলি, নেট খুলে দেখুন তো ভুল না ঠিক। 'আমি অনেক দেখেছি। এমন কোনও আইন এদেশে কখনও পাশই হয়নি। যত্ত সব অপপ্রচার'। আবারও নেট খুলে দেখার কথা বলায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি নেট খুলে গুগল ঘেঁটে দেখেন ওই বিল বা আইনের কথা।

দু'এখ লাইন পড়েই রজত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কোথায় ভিত্তিবর্ষের কথা লেখা আছে ১৯৪৮ সালের ১৯ জুলাই ? বলি, আইনটি সম্পূর্ণ না পড়লে বুঝবেন কীভাবে কোথায় কী লেখা আছে? এ তো দু'এক লাইনের ব্যাপার নয়। ধারা-উপধারাগুলি মিলিয়ে শতাধিক পৃষ্ঠা হবে। মাননীয় সাংসদদের এক সপ্তাহ আগেই সংশ্লিষ্ট বিলের খসড়া বিলি করা হয় তা পড়ে সংসদে আলোচনা করার জন্য। আপনি দু'এক পংক্তি পড়ে জানবেন কী করে? দয়া করে পুরোটা পড়ুন। তারপর বলবেন প্লিজ। তার আগে নয়।

প্রাজ্ঞ পাঠক হয়ত ভাবছেন, কে এই ভদ্রলোকটি য়ার সঙ্গে এতক্ষণ ধরে এই অধমে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি বা সংক্ষেপে এনআরসি নিয়ে বিতর্ক হচ্ছিল? কিম্বা নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল-২০০৩ নিয়ে কথাবার্তা চলছিল? হ্যাঁ, ভদ্রলোকের পরিচয় অবশ্যই দেওয়া দরকার। ইনি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বৃহত্তর দমদমের প্রাচীন ও স্থায়ী বাসিন্দা। ভারতের একজন শিক্ষিত ও সচেতন নাগরিক হিসেবে ওই অঞ্চলে বেশ পরিচিত। ইনিই রজত বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রকৃত নাম ইচ্ছে করেই উল্লেখ করছি না)।

ফিরে যাই কিছুটা আগে। রজত বন্দ্যোপাধ্যায় এককালে বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। সক্রিয়ভাবে সিপিআই(এম) করতেন। বাহাত্তরে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের আমলে তিনি পাড়া ছাড়া হয়ে দীর্ঘদিন তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরে অবস্থা কিছুটা পরিবর্তন হলে তিনি বাড়ি ফেরেন। শুধু তিনি একা নন তাঁর মতো অনেকেই তখন পাড়া ছাড়া হয়েছিলেন। ফলে এঁদের অনেকেরই আর স্নাতক পর্যায়ে পড়াশো করা হয়ে উঠেনি। জীবনের অনেকেই সেভাবে দাঁড়াতেও পারেননি।

রজত বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু মেধাবী ছাত্র ছিলেন। পরবর্তীকালে টেকনিক্যাল স্ট্রিমে ডিপ্লোমা কোর্স করে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে যোগ দেন। চাকরি জীবনের শুরুতেই বদলি হয়ে বাংলা ছাড়েন। এরপর নানা সময়ে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে বদলি হন। রাজনীতিরও ইতি ঘটে। চাকরি জীবনের প্রায় শেষদিকে বদলি হয়ে কলকাতায় আসেন। এখন অবসর নিয়ে বিজেপির সভা সমাবেশ ঘোরাফেরা করেন এবং পরিচিতজনদের বোঝাতে চেষ্টা করেন অন্য দলের সঙ্গে বিজেপির ফারাক কোথায়।

> একজন পোড়খাওয়া শিক্ষিত ও সচেতন এককালের বামপন্থী কীভাবে বিতর্কিত বিজেপি-আরএসএসের চিন্তাধারার সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারেন? এদেশে বিরোধীদের ভূমিকা যতই 'ন্যক্কারজনক' হোক না কেন, গণতন্ত্রে বিরোধীপক্ষ বলে কিছু থাকবে না? এ তো স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করার উপযুক্ত লক্ষণ। আর মানবাধিকার সংগঠনকে নিষিদ্ধ করার পক্ষে সওয়াল? তাহলে হিটলারের চেয়েও আরও বেশি ফ্যাসিস্ত শক্তিকে অনুমোদন দেওয়া নয় কি।

সত্তএরর ওই উত্তাল সময়ে তাঁর বাড়িতে রাতবিরেতে পুলিশ ও সিআরপিএফ জওয়ানেরা হানা দিয়েছে। রজতকে পাকড়াও করতে না পেরে বাড়ির লোকদের অহেতুক হেনস্থাও করেছে। ভারী বুটের আওয়াজে বাড়ির নিরীহ লোকেরা তটস্থ থাকতেন। একই চিত্র পাড়ার সিপিআই(এম) করা অনেকেরই বাড়িতেও দেখা যেত। রাজনীতি করুন আর নাই করুন, এলাকার যুবকেরা অনেকেই তখন বাড়ির বাইরে পালিয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। নাহলে পুলিশ ও সিআরপিএফের হাতে হেনস্থা হওয়ার আশঙ্কা ছিল ষোলোআনা।

অসবর নেওয়ার আগে রজত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায়ই বলতেন, এবার পড়াশোনা আর লেখালেখি নিয়ে সময় কাটাব। ওঁর স্মৃতিশক্তি বড় প্রখর। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ কবিতা এখনও রজত মুখস্থ বলতে পারেন। বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতাও ছিল বেশি। আউট নলেজের বহরও ঢের। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে গেলেও ভাঙা পরিবারের অনেকেই ওঁর ওপরে আস্থাশীল। অন্য অনেকের চেয়ে বেশি। বরাবরই মানুষের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে কখনও কুণ্ঠবোধ করেননি। এখনও না। বয়সের কথা ভুলেও এখন ঝাঁপিয়ে পড়েন।

পার্টি করার জন্য জীবনের একটা স্বর্ণালি সময় নষ্ট হয়েছে, তা বুঝতে পারেন পরবর্তীকালে। আফশোসও করতেন নিজেকে উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার জন্য। কিন্তু তখন আর শোধরানোর সময় ছিল না। নতুন করে জীবন গড়ার কোনওরকম অবকাশও ছিল না পার্টির নেতাদের নিয়ে অনেক সময়ই সমালোচনা করতেন। কী করে যুকদের এক্সপ্লয়েট করে তারা নিজেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ গড়ে দিয়েছেন,তা ব্যক্ত করতেন। আত্মগোপনকালে খুব কাছ থেকের দেখেছেন পরবর্তীকালে মন্ত্রী হওয়া নেতাদের। কেন্দ্রীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ পদে চাকরি করেছেন কাজের জন্য অফিসের ওপরওয়ালাদের কাছে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। এহেন মানুষটি কেমন যেন বদলে যেতে থাকেন। দিনে দিনে বিজেপির প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। আরএসএসের গুণগান করেন। হিন্দুদের স্বার্থ একমাত্র বিজেপির নরেন্দ্র মোদি এবং আরএসএসের মোহন ভাগবত ছাড়া কেউ বোঝেন না। এঁরাই হিন্দুদের একমাত্র রক্ষাকর্তা। ইদানিং কারও সঙ্গে দেখা হলেই এমনসব কথাবার্তা হলেন। বেশ অত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে।

একই সঙ্গে মুসিলম বিদ্বেষও বাড়ছে। যদিও সে এদেশে জন্মেছে। ওপার বাংলার সাম্প্রদায়িক ঝড় ঝাপটা তাঁর বাবা জেঠা কাকাদের। ভারত ভাগের ঠিক পরপরই এদেশে চলে আসেন তাঁর বাবা,জেঠা, কাকারা সপরিবারে। তারপর নানা চড়াই, উৎরাই পেরিয়ে নিজেদের থিতু করেন এই বাংলায়।

তবে সেসময় পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি এখনকার মতো এতটা জটিল ও সমস্যাকীর্ণ ছিল না। ফলে লড়াইটা হয়ত -বা তত কঠিন ছিল না। উদ্বাস্তু হিসেবে কাঠা পাঁচেক জমিও পেয়েছিলেন।

রজত বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করি, জানেন তো, পশ্চিমঙ্গের এনআরসি লাগু করলে প্রায় ৪ কোটি বাঙালি (হিন্দু ও মুসলমান মিলিয়ে) বেনাগরিক হিসেবে গণ্য হবেন। ক্ষতিগ্রস্ত হবেন এপারের আরও অনেক স্থায়ী বাঙালিও যাদের এখানে বসবাস হলেও উপযুক্ত কাগজপত্র নেই। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি এত বেনাগরিক লোককে রাখবেন কোথায়? কোথায় ক'টা ডিটেনশ ক্যাম্প বানাবেন? ৪ কোটি মানুষকে ক্যাম্প রাখবেন? এও কী সম্ভব? অসমের ১৯ লক্ষ বাঙালিকে নিয়েই তো তিনি সমস্যায় পড়েছেন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

ঘূর্ণিঝড় বুলবুল আঘাত হানার পর নির্ঘুম রাত কাটিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১০।। তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ জানিয়েছেন, ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল'র য়ক্ষতি এড়াতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শনিবার (৯ নভেম্বর) দিনগত রাতে ঘূর্ণিঝড়টি উপকূলে আছড়ে পড়ার পর রোববার নির্ঘুম রাত কাটিয়েছেন শেখ হাসিনা।

নূর হোসেন দিবস উপলে রোববার (১০ নভেম্বর) ঢাকা মহানগর দণি আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনাসভায় হাছান মাহমুদ একথা জানান।হাছান মাহমুদ বলেন, ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের কারণে য়তি এড়াতে শুক্রবার (৮ নভেম্বর) রাত থেকেই মন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। শনিবার বিকেলে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার পর নির্ঘুম রাত কাটিয়েছেন তিনি। হাছান মাহমুদ জানান, সরকারের প্রস্তুতির কারণেই ঘূর্ণিঝড় বুলবুল কোনো য়ক্ষতি করতে পারেনি। দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশ এখন বিশ্বে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।সরকার ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় প্রস্তুত নয় বলে বিএনপি নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদের মন্তব্যের নিন্দা জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, আয়নায় আগে নিজেদের মুখ দেখুন। ১৯৯১ সালে বিএনপি মতায় থাকার সময় যে ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল তাতে পাঁচ লাখ মানুষ মারা গিয়েছিল।এরপর তারা সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, সরকারের প্রস্তুতির কারণে যত লোক মারা যাওয়ার কথা ছিল তত মারা যায়নি।

তিনি বলেন, ঘূর্ণিঝড়ের পর বাংলাদেশ সফরে আসেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ। খালেদা জিয়ার প্রতি সম্মান রেখেই বলছি, নওয়াজ শরিফের সঙ্গে বৈঠকের দিনে খালেদা জিয়া সাতটি শাড়ি পরিবর্তন করেছিলেন।নূর হোসেন সম্পর্কে হাছান মাহমুদ বলেন, নূর হোসেনসহ স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে শহীদদের রক্ত বৃথা যায়নি। তাদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেইসঙ্গে ভাত ও ভোটের অধিকার পেয়েছে। এর পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন ঢাকা মহানগর দণি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহে আলম মুরাদ। সভাপতিত্ব করেন ১০ নভেম্বর শহীদ নূর হোসেন দিবস উদযাপন কমিটির তছলিম আহম্মেদ।

ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের থাবা থেকে সুন্দরবন বাঁচিয়ে দিল বাংলাদেশকে

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১০।। অতি প্রবল শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় দবুলবুল' বঙ্গোপসাগর দিয়ে মূলত বাংলাদেশের স্থলভাগে প্রবেশ করেছে। প্রবেশের সময় ঘূর্ণিঝড়ের একপাশে ছিল পশ্চিমবঙ্গ, আর সুন্দরবন ছিল তিন পাশে। সুন্দরবন অতিক্রম করতে ঘূর্ণিঝড়ের দীর্ঘসময় লাগে ও গতি কমে আসে। ফলে পূর্ণ শক্তি নিয়ে বুলবুল বাংলাদেশের স্থলভাগে আঘাত করতে পারেনি। রোববার (১০ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টার পর রাজধানীর আগারগাঁওয়ে অবস্থিত আবহাওয়া অধিদফতরে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান আবহাওয়াবিদ আব্দুল মান্নান। তিনি বলেন,এটা ভারতের পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে নাই। কিন্তু ঘূর্ণিঝড়ের একপাশে পশ্চিমবঙ্গ ছিল। ঘূর্ণিঝড়ের তিনদিক জুড়েই ছিল সুন্দরবন।বুলবুলের গতি কমার বিষয়টি ব্যাখ্যা করে আব্দুল মান্নান বলেন,বুলবুল যে গতিতে আসার কথা ছিল, সেই গতিতে আসেনি। যখন ঘূর্ণিঝড় জলভাগের ওপর দিয়ে চলে, সেই জলভাগ ঘূর্ণিঝড়ের ওপর তেমন শক্তি প্রয়োগ করতে পারে না। কিন্তু স্থলভাগে গাছ, স্থাপনা দাঁড়ানো থাকে। এগুলোর সঙ্গে সবসময় সংঘর্ষে লিপ্ত হয় ঘূর্ণিঝড়, বাধা প্রাপ্ত হয়; এ কারণে ওর মধ্যে রিটার্নিং ফোর্সের (বিরোধী শক্তি) কারণে গতি আস্তে আস্তে কমে যায়।তিনি বলেন,ঘূর্ণিঝড়ের তিন দিকেই সুন্দরবন জুড়ে ছিল। যেহেতু ঘূর্ণিঝড় উত্তর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, সুন্দরবনের কারণে তার অবস্থানের পরিবর্তন কমে এসেছে। ঘূর্ণিঝড়ের নিজস্ব শক্তিও কমে আসে। এ কারণে উপকূল অতিক্রম করতে গিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের দীর্ঘণ সময় লেগেছে।বরিশাল অংশ দিয়ে বুলবুল প্রবেশ করলে এর গতি ১১৫ থেকে ১২০ কিলোমিটার বা তার চেয়ে বেশি গতিতে দ্রুত স্থলভাগে প্রবেশ করত বলেও জানান এই াবহাওয়াবিদ।আব্দুল মান্নান জানান, সুন্দরবনের কারণেই ঘূর্ণিঝড় দুর্বল হয়েছে। তবে এখনও মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরে ১০ নম্বর এবং চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরে ৯ নম্বর মহা বিপৎসংকেত বহাল রয়েছে। অধিদফতর জানিয়েছে, মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরকে ১০ নম্বর মহা বিপৎসংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। উপকূলীয় জেলা ভোলা, বরগুনা, পটুয়াখালী, বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বাগেরহাট, খুলনা, সাতীরা এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরে ১০ নম্বর মহা বিপৎসংকেতের আওতায় থাকবে।চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরকে ৯ নম্বর মহা বিপৎসংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। উপকূলীয় জেলা চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, চাঁদপুর এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরে ৯ নম্বর মহা বিপৎসংকেতের আওতায় থাকবে।কক্সবাজার সমুদ্রবন্দরকে ৪ নম্বর স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

নাদুস-নুদুস'রা সুসময়ে এসেছিলেন, এখন যাচ্ছেন: গয়েশ্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১০।। কোনো কোনো নেতার দলত্যাগে কর্মীদের বিচলিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়।বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান এম মোরশেদ খানের দলত্যাগের দিকে ইঙ্গিত করে রোববার এক আলোচনা সভায় তিনি বলেছেন,কান্ত শরীর নিয়ে পথিক আসবে, বিশ্রাম নেবে, আবার পিপাসা মিটলে চলে যাবে, এটাই স্বাভাবিক।

১৩ বছর ধরে মতার বাইরে থাকা বিএনপির বেশ কয়েকজন নেতা গত কয়েক বছরে দল ছেড়েছেন; সেই দলে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোরশেদ খান।মোরশেদ খান বিএনপির বর্তমান পরিচালনা পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।তবে গয়েশ্বর বলেন,আমাদের সুসময় অথবা আমাদের মতার সময়ে যাদেরকে পেয়েছি বড় বড় নেতা বা মন্ত্রী হিসেবে, তারা বেশি দিন টিকে থাকতে চায় না। কারণ তারা আন্দোলন-সংগ্রাম করে বর্ণাঢ্য জীবন লাভ করেন নাই।আমাদের নেতা-কর্মীদের অর্জিত ফসলের মধ্য দিয়ে বেগম খালেদা জিয়া যে সরকার গঠন করেছেন, তখন অনেক নামী-দামী নাদুস-নুদুস নেতা আমাদের দলে এসছেন। তাদের মধ্যে একটু ধৈর্যের বাঁধ তৈরি হয়েছে, আর ভালো লাগছে না। সেই কারণে তারা প্রস্থান করছেন।

দলত্যাগ নিয়ে কর্মীদের না ভাবার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন,আসার যেমন নিয়ম আছে যাওয়ারও তো নিয়ম আছে। কমলাপুর রেল স্টেশনে দেখেন, কত লোক ট্রেনে চইলা যাইতাছে, আবার কত লোক ট্রেনে থেকে নাইমা চইলা যাইতেছে। তারপরেও কিন্তু প্ল্যাটফর্মে লোকের অভাব নাই।বিএনপি জাতীয়তাবাদী শক্তির একটা প্ল্যাটফর্ম। এই প্ল্যাটফর্ম কখনও খালি থাকে না। এদেরকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ারও দরকার নাই, আবার আমাদের বিচলিত হওয়ারও কিছু নাই।

জাতীয় প্রেস কাবে জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের উদ্যোগে ৭ নভেম্বর 'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস' উপলে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন গয়েশ্বর।

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের ঘটনাবলী তুলে ধরে তখনকার জাসদ নেতা গয়েশ্বর বলেন,জিয়াউর রহমান কর্নেল তাহের বা জাসদের গণবাহিনীর ইচ্ছা পূরণ করতে রাজি না হওয়ায় ওই সময়ে রাত্রিবেলা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় একটা লিফলেট ছড়ানো হয়-সিপাহী-জনতা ভাই ভাই, হাবিলদারের ওপর অফিসার নাই। সাধারণ সেনা ও অব্যহতিপ্রাপ্ত সেনাসদস্য, সব কিছু মিলিয়ে তখন সেনাবাহিনীর ঊর্ধতন অফিসারদের হত্যা করার উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং অনেককে হত্যা হয়। সেই হত্যাটা কে করছে কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে? তাহলে কর্নেল তাহেরকে শেখ হাসিনা কোথায় রাখবেন? তাহলে ইনুকে (হাসানুল হক ইনু) মন্ত্রিসভায় ঠাঁই দিলেন কেন?

গণবাহিনী, জাসদের নেতৃবৃন্দ এবং কর্নেল তাহেরের যে উচ্চাকাঙ, জিয়াউর রহমানের কাঁধে বন্দুক রেখে বিপ্লবী সরকার গঠন করা, সেই সুযোগটা তিনি (জিয়া) দেন নাই। এই কারণেই জাসদ নেতৃবৃন্দের ভাষায় জিয়াউর রহমান 'বেঈমান'। জিয়াউর রহমান এই বিপ্লবে মূল ল্য ও চেতনাবোধকে সংহত করেছেন অর্থাৎ বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে তিনি এই বিপ্লবের আকাঙকে সম্মান করেছেন।'৭৫ এর পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করে বিএনপি নেতা বলেন,গণতন্ত্র নাই, মানুষের স্বাধীনতা নাই, মানুষের কোনো অধিকার নেই বেঁচে থাকার। অনেক দুর্ঘটনা ঘটতেছে। তারপরেও কিন্তু খেলা থেমে নাই।

আজকে আগ্রাসী শক্তির কাছে আমরা মাথা বিক্রি করে দিয়েছি। যেনতেনভাবে মতায় থাকার জন্য দেশের স্বার্থ-সম্পদ সব বিনষ্ট করছি অর্থাৎ লুটেরাদের হাতে সম্পদ দিয়ে দিচ্ছি। আজকের এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে আমাদের উত্তরণ ঘটাতে হবে।এই অবস্থা থেকে উত্তরণে খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান গয়েশ্বর।

কৃষক দলের আহ্বায়ক ও বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেন,যারা গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে, স্বাধীনতাকে ধ্বংস করেছে, তাদের হটাতেই ৭ নভেম্বরের বিপ্লব সাধিত হয়েছে। ৭ নভেম্বর না হলে রাজনৈতিক দল থেকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হত না, একদলীয় বাকশাল থেকে একজনই প্রধানমন্ত্রী হতেন।

কৃষক দলের নেতা এস কে সাদীর পরিচালনায় আলোচনা সভায় বিএনপি নেতা খায়রুল কবির খোকন, আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকী, আবদুস সালাম আজাদ, কৃষক দলের তকদির হোসেন মো. জসিম, নাজিম উদ্দিন, নাসির হায়দার, জিয়াউল হক পলাশ, শহীদুল ইসলাম ভুঁইয়া, মাইনুল ইসলাম, সেলিম হোসেন, কেএম রকিবুল ইসলাম রিপন বক্তব্য রাখেন।

ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ান বিএনপি'র নেতাকর্মীদের ফখরুল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১০।। বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের সব পর্যায়ের নেতাকর্মীদের অবিলম্বে ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল' এর আঘাতে তিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

রোববার (১০ নভেম্বর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তিনি এ আহ্বান জানান।মির্জা ফখরুল বলেন, দেশের উপকূলীয় এলাকায় বয়ে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় বুলবুল এর আঘাতে এ পর্যন্ত খুলনার দিঘলিয়া ও দাকোপ উপজেলায় নারীসহ দু'জন এবং পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জে একজনের প্রাণহানিতে গভীর শোক ও দুঃখপ্রকাশ করছি। এছাড়া ঘূর্ণিঝড়ে ভোলার লালমোহন উপজেলাসহ বৃহত্তর খুলনা ও বরিশাল জেলায় উপদ্রুত এলাকায় অসংখ্য ঘরবাড়ি ধ্বংস, বিপুল সংখ্যক মানুষ আহত, নিখোঁজ এবং গবাবি পশু ও ফসলি জমি বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনায় আমরা উদ্বিগ্ন।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, এহেন মর্মান্তিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও হৃদয়বিদারক ঘটনায় দুঃখ প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই। এদেশের মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করে টিকে থেকেছে। যুগযুগ ধরে এদেশের কষ্টসহিষ্ণু মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ নানা প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করে নতুন করে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। আমি বিশ্বাস করি, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের দুর্যোগকবলিত মানুষ ব্যথা-বেদনা, য়তি কাটিয়ে উঠে নব উদ্যমে আবার সবকিছু গড়ে তুলতে সম হবে।

বিএনপি মহাসচিব ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণহানির ঘটনায় তাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা ও তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে আহতদের আশু সুস্থতা কামনা করেন। তিনি উপকূলীয় উপদ্রুত অঞ্চলে অসংখ্য আহত মানুষদের সুচিকিৎসা এবং ঘূর্ণিঝড়ে তিগ্রস্তদের বাসস্থান নির্মাণসহ জরুরিভিত্তিতে ত্রাণসামগ্রী বিতরণের জন্য দেশের বিত্তবানসহ সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানান।

আ'লীগের সব শাখা থেকে বিতর্কিতরা বাদ যাবে: কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১০।। আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শুদ্ধি অভিযানের প্রোপটে দলের যে কোনো শাখার বিতর্কিত ব্যক্তিদের বাদ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

রোববার (১০ নভেম্বর) কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে সিরাজগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের নেতাদের এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ নির্দেশ দেন।ওবায়দুল কাদের বলেন, আমাদের দল ভারী করার দরকার নেই।

দলের বিতর্কিত ও খারাপ ব্যক্তিদের সব কমিটি থেকে বাদ দিতে হবে।তিনি বলেন, আমাদের দল অনেক বড়, ভেতরে অনেক সমস্যা রয়েছে। কিন্তু, নেত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দলের মধ্যে যদি কোনো সমস্যা থাকে, তা আমরা সমাধান করবো। এ কারণে শুদ্ধি অভিযানের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিতর্কিত ব্যক্তিদের দল থেকে বাদ দিতে হবে। দল করতে হলে নিয়ম মানতেই হবে। নিয়মের বাইরে গেলে সে যে-ই হোক মা করা হবে না। নেত্রীর নির্দেশ মতো সবাইকে চলতে হবে।

ভারতের বাবরি মসজিদ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে সেতুমন্ত্রী বলেন, বাবরি মসজিদের ব্যাপারে আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য হলো, এটি ভারতের উচ্চ আদালতের রায়, যা তাদের দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়।

কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানোর প্রয়োজন আমরা মনে করি না।

ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলা নিয়ে বিএনপির অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ঘূর্ণিঝড় আঘাতই করলো না। আমাদের এই ভূখে- আসার আগে দুর্বল হয়ে গেছে, এটা মিডিয়ার খবর। সারাদেশে কোথাও কোনো য়তির খবর আমরা পাইনি। জান-মালের কোনো তির খবরও আসেনি। অথচ এর মধ্যেই মির্জা ফখরুল বলে দিয়েছেন, সরকার ব্যর্থ। এর আগেও বাজেট ঘোষণার আগেই তারা বলেছিল এটা গরিবমারা বাজেট।

বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী লীগের সভাপতিম-লীর সদস্য মোহাম্মদ নাসিম।নাসিম বলেন, ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের বিষয়ে সরকারের সব ধরনের প্রস্তুতি রয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরাসরি তা পর্যবেণ করছেন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মানবসৃষ্ট দুর্যোগসহ সব ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলা করবে আওয়ামী লীগ।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবির নানক, সাংগঠনিক সম্পাদক ও নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, উপ-দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া, সিরাজগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হাবিবে মিল্লাতসহ জেলার নেতারা।

১৫ বছর পর পাকিস্তান থেকে পেঁয়াজ আমদানি করছে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১০।। প্রায় ১৫ বছর পর পাকিস্তান থেকে আবারও পেঁয়াজ আমদানি করছে বাংলাদেশ। শুক্রবার (৯ নভেম্বর) পাকিস্তানি একটি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে ৩০০ মেট্রিক টন পেঁয়াজ রপ্তানির আদেশ পেয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন দেশটির বাণিজ্য উন্নয়ন কর্তৃপরে (টিডিএপি) এক কর্মকতা।

ওই কর্মকর্তার বরাতে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জানায়, করাচি-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান রোশান এন্টারপ্রাইজের সঙ্গে বাংলাদেশের তাশো এন্টারপ্রাইজের মধ্যে পেঁয়াজ আমদানি-রপ্তানি বিষয়ক একটি চুক্তি হয়েছে।

চুক্তি মোতাবেক প্রতি টন চালান ৬০০ ডলার মূল্যে পাকিস্তান থেকে পেঁয়াজ আমদানি করবে বাংলাদেশ।টিডিএপির ওই কর্মকর্তা বলেন, অন্তত ১২টি কন্টেইনারভর্তি পেঁয়াজ বাংলাদেশে পাঠানো হবে।তিনি জানান, ভারত বাংলাদেশে পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়ায় পাকিস্তানের সামনে বাণিজ্য বৃদ্ধির একটি বড় সুযোগ তৈরি হয়েছে। এ বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে সরকার পর্যায়ে আলোচনা করতেও তারা প্রস্তুত রয়েছেন।বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে খেঁজুর, ফেব্রিক ও সুতা আমদানির চিন্তা-ভাবনা করছে বলেও দাবি করেন এ কর্মকর্তা। বাংলাদেশ-পাকিস্তানের মধ্যে যৌথ বাণিজ্য কমিশনের (জেইসি) সবশেষ বৈঠক হয়েছিল ২০০৫ সালে।

রবিবার হজরত মহম্মদের জন্ম দিনে এক র‍্যালীর আয়োজন করেন মুসলিম ধর্মপ্রাণ লোকেরা। ছবি- নিজস্ব।

শহীদ নূর হোসেনের প্রতি বাংলাদেশ জাসদের শ্রদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা, নভেম্বর ১০।। সামরিক শাসক এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে শহীদ নূর হোসেনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল।রোববার নূর হোসেন দিবসে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ও তৎকালীন ছাত্রনেতা ড় মুশতাক হোসেনের নেতৃত্বে এ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর এরশাদের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের এক পর্যায়ে ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি চলাকালে গুলিস্তানের জিরো পয়েন্ট এলাকায় নূর হোসেন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান।মৃত্যুর সময় তার শরীরে লেখা ছিল, স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক।

বাংলাদেশ জাসদের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, যে গণতন্ত্রের আশা বুকে ধারণ করে নূর হোসেন সেদিন আত্মাহুতি দিয়েছিলেন, ৩২ বছর পরেও তার অপূর্ণতা রয়ে গেছে।

দেশে গণতন্ত্রের পূর্ণতা অর্জনে নূর হোসেন ও অন্যান্য শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে।

বিশেষ করে নূর হোসেনদের রক্তে অর্জন করা অবাধ ভোটাধিকারের ঐতিহ্য আবার ফিরিয়ে আনার মাধ্যমেই শহীদদের প্রতি সম্মান জানানো যাবে।

বাংলাদেশ জাসদের দফতর সম্পাদক ইউনুসুর রহমান, ঢাকা মহানগর নেতা মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন, যুক্তরাষ্ট্র শাখার সহসভাপতি জাফর চৌধুরীসহ কেন্দ্রীয় ও মহানগর নেতারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া বাংলাদেশ ছাত্রলীগ-বিসিএল ও জাতীয় যুবজোটসহ দলের সহযোগী সংগঠনগুলোর প থেকেও নূর হোসেন চত্বরে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

অদ্ভুত ২০ কারণেও আপনার প্রেম হয়ে যেতে পারে

ভালোবাসা মানে না কোনো নিয়ম। গবেষরা বলছেন, ভালোবাসা কিংবা আকর্ষণ মানবদেহে হরমোনের প্রভাবেই হয়ে থাকে। এ লেখায় থাকছে কিছু অদ্ভুত কারণ যার প্রভাবে ভালোবাসায় পতিত হতে পারেন যে কেউ। জানা গেছে, একই রকমবহু গবেষণায় দেখা গেছে, যারসঙ্গে আপনার মিল রয়েছে তার সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্কে জড়ানোর সম্ভাবনা বেশি থাকে। এসব মিলের মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিত্ব ও জীবনযাপনের মিল।

পিতামাতার সঙ্গে সাদৃশ্য ইউনিবার্সিটি অফ সেন্ট আন্ডিউস এর গবেষক জানিয়েছেন অনেকেই তার সঙ্গীর সঙ্গে বাবা বা মায়ের মিল খুঁজেন। এ মিল আকর্ষণ করতে ভূমিকা রাখে। মানুষের দেহের বিভিন্ন হরমোনের মাত্রাভেদের কারণে এ গন্ধের তীব্রতা ভিন্ন হয়। আর সবার যে একই মাত্রার গন্ধ পছন্দ হবে এমন কোনো কথা নেই।

দেহভঙ্গীতে আকর্ষণ—

শরীরের ভাষা অপরকে আকর্ষণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে একে মুখের ভাষার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বলেন। হাত পকেট ঢুকিয়ে কাঁধ ভেতরের দিকে রাখলে তা অন্যদের বুঝিয়ে দেয় যে, আপনি মোটেই আগ্রহী নন। কিন্তু হাত ঝুলিয়ে রেখে খোলা ভঙ্গিতে দাঁড়ালে তা আপনার আগ্রহ প্রকাশ করবে। উঁচু বা নিচু কণ্ঠআপনার কণ্ঠ আগ্রহকে প্রকাশ করে। কারো প্রতি আকর্ষণ বোধ করলে নারীর কণ্ঠস্বর নিচু হয়ে যায় অন্যদিকে পুরুষের কণ্ঠ উঁচু হয়ে যায়।

চোখে চোখ রেখে দুই মিনিট একে অন্যের চোখের দিকে তাকিয়ে বা চোখে চোখ রেখে দুই মিনিট কাটানো মানে ভালোবাসার দিকে একধাপ এগিয়ে যাওয়া। জানা গেছে, উচ্চতা যদি বেশি থাকে দেহের উচ্চতা ভালোবাসাতেও প্রভাব ফেলে। আপনি যদি স্বাভাবিকের চেয়ে লম্বা হন তাহলে তা অন্যদের আকর্ষণ করবে। একসঙ্গে রোমাঞ্চকর কিছু করলে বিপরীত লিঙ্গের কারো সঙ্গে রোমাঞ্চকর কোনো রাইড বা ভ্রমণ করলে উবয়ের প্রেমে পড়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। উষ্ণ পানীয়ের অভ্যর্থনা একত্রে উষ্ণ কিংবা বরফশীতল পানীয় পান করলে তাতে মানব দেহের প্রেমের পরশ ছুঁয়ে যেতে পারে। কাছাকাছি বসবাস ভালোবাসার ক্ষেত্রে কাছাকাছি বসবাস অনেকেরই আকর্ষণ বাড়াতে পারে। আর এ কারণে কাছাকাছি বসবাসকারীদের মাঝে প্রচুর প্রেমের ঘটনা দেখা যায়। পোষাপ্রাণী — আপনি যদি পোষা প্রাণীর দেখাশোনা করেন তাহলে তা আপনার বাড়তি আকর্ষণ সৃষ্টি করেন। এমনকি কুকুর পালন করলেও বিপরীত লিঙ্গের কাছে এ আকর্ষণ অনেকখানি বেড়ে যায়। প্রথম দর্শনে অপছন্দ --- প্রথম দর্শনে অপছন্দ হলেও যে বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তিটির সঙ্গে আপনার প্রেমের কোনো সম্ভাবনা নেই, এমন কোনো কথা নেই। বরং তার বিপরীতটাও অনেক ক্ষেত্রে সত্য বলে প্রমাণিত হয়। পায়ের ছন্দে মিল — জানা গেছে কোনো নারীর সঙ্গে আকর্ষণবোধ করলে পুরুষেরা কিছুটা ধীর পায়ে তার সঙ্গে পায়ের ছন্দ মিলাতে আগ্রহী হয়। অন্যদিকে যারা একে অন্যের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে না, তাদের হাঁটা চলাতেও কোনো মিল দেখা যায় না। একই ধাঁচের চেহারাসঙ্গীদের মাঝে একজনের চেহারা সুন্দর অন্যজনের কুৎসিত, এমনটা অনেকের কাছেই বেমানান ঠেকে। আর এর তুলনায় দুজনের চেহারাই সমান সুন্দর বা সমান অসুন্দর এমনটাই সাধারণত পরস্পরকে বেশি আকর্ষণ করে। অস্ত্রোপচারে সৌন্দর্য বৃদ্ধি --- যে নারীরা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে নিজেদের সৌন্দর্য বাড়িয়ে নেন তারা বিপরীতে লিঙ্গের ব্যক্তিদের বেশি আকর্ষণ করেন। হাসি খুশি— হাসি শুধু আপনাকে সুস্থই রাখবে না। এটি আপনার আকর্ষণও অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়। আর গবেষণায় দেখা গেছে, হাসি খুশি মানুষ বিপরীত লিঙ্গের কাছে বেশি প্রিয় হয়।

সঙ্গীতের পারদর্শীতা — আপনি যদি গান গাইতে পারেন বা যে কোনো বাদ্যযন্ত্র বাজাতে দক্ষ হন তাহলে তা বিপরীত লিঙ্গের কাছে আপনাকে আকর্ষণীয় রূপে উপস্থাপন করবে। লাল পোশাক — আপনি যদি লাল পোশাকে পরতে ভালোবাসেন তাহলে তা বিপরীত লিঙ্গের কাছে আপনার আবেদন অনেকখানি বাড়িয়ে দেবে। কারণ লাল পোশাক আবেদন প্রকাশ করতে অদ্বিতীয়। চুল দাড়িতে — আকর্ষণ মুখের চুল দাড়িও বিপরীত লিঙ্গকে আকর্ষণের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। অনেক নারীই সেভ করা মুখের চেয়ে খোঁচা খোঁচা দাড়ি পছন্দ করে।

আপনার চিন্তাভাবনাকে যেভাবে এলোমেলা করে দিচ্ছে ডায়েট সোডা

বিগত কয়েক দশকের মাঝে আর্টিফিশিয়াল সুইটেনারযুক্ত কোমল পানীয়গুলো বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে মানুষের মাঝে। প্রচুর চিনিযুক্ত সোডা পান করার বদলে সুইটনার দেওয়া ডায়েট কোলা জাতীয় পানীয় বেছে নেন অনেকেই। আমাদের অজান্তেই এসব ডায়েট কোলা আমাদের মনের ওপরে নেতবিচক প্রভাব ফেলছে এবং একটু একটু করে বাড়িয়ে তুলছে ওজন। বেশ কিছু গবেষণায় দেখা যায়, এসব ডায়েট পানীয় দীর্ঘদিন ধরে পান করতে থাকলে তা ওজন বাড়িয়ে দেয় অনেক বেশি। শুনে অবাক লাগতে পারে। কারণ ডায়েট নামের পানীয় তো ওজন কমাতেসাহায্য করবে, তাই না? কিন্তু না। উপকারের বদলে এরা ক্ষতিই করে চলেছে। এরা আমাদের মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াকে এমনবাবে প্রবাবিত করে যার ফলে আমরা সময়ের সাথে সাথে নিজেদের ক্যালোরি গ্রহণেরল পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে থাকি অবচেতনবাবেই। টেক্সাস ক্রিশ্চিয়ান গবেষণায় এই তথ্য পাওয়া যায়। এক গুচ্ছ পরীক্ষা নিরীক্ষায় দেখা যায়, আমরা অন্যান্য মিষ্টি খাবরের প্রতি যে প্রতিক্রিয়া দেখাই, ডায়েট কোলার প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়া তার চাইতে অনেক বেশি ভিন্ন হয়। এই গবেষণায় বলা হয়, এই পানীয় পানের বদলে শরীর আরো ক্যালোরির অভাব অনুভব করতে থাকে এবং এটা পানের পর আমাদের উচ্চ ক্যালোরির খাবার খাওয়ার প্রবল ইচ্ছে তৈরি হতে থাকে। এই গবেষণায় প্রক্রিয়াটি ছিল বেশ অদ্ভুত। ১১৫ জন আন্ডারগ্র্যাজুয়েটের ওপর পরীক্ষাটি করা হয়। তাদেরকে আধঘন্টা অভুক্ত থাকার পর পান করতে দেয়া হয় ১২ আউন্স পরিমাণের তিন ধরনের পানীয়। একটি কাপে ছিল চিনিযুক্ত স্প্রাইট, একটায় ছিল কৃত্রিমভাবে মিষ্টি স্প্রাইট জিরো আর অন্যটিতে ছিল একেবারেই মিষ্টি ছাড়া লেবুর ফ্লেভারের একটি পানীয়। পরবর্তীতে তাদেরকে ২৮ গুচ্ছ বর্ণ পড়তে দেওয়া হয়। কম্পিউটার স্ক্রিনে ২৫০ মিলিসেকেন্ডের জন্য দেকানো হয়। প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ এবং যদি এদের মাঝে একটি আসল শব্দ খুঁজে পাওয়া যায় তবে একটি কি চাপ দিতে বলা হয়। এসব বর্ণগুচ্ছের মাঝে ছিল সাতটি উচ্চ ক্যালিরিযুক্ত খাবারের নাম (যেমন বার্গার, কুকি এবং পিজ্জা,) আর সাতটি কম ক্যালিরিযুক্ত খাবারের নাম (যেমন সেলেরি এবং গাজর) দেখা যায়, যারা চিনি ছাড়া ডায়েট পানীয় (এক্ষেত্রে স্প্রাইট জিরো) পান করেছিলেন তারা অন্যদেরতুলনায় খুবই দ্রুত উচ্চ ক্যালোরির খাবারের নাম পড়ে ফেলেন স্ক্রিনে। আরেকটি গবেষমায় এমন ১১৫ জন আন্ডারগ্র্যাজুয়েট অংশগ্রহণ করেন যেখানে ওই তিনটি পানীয়ই তাদেরকে পান করতে দেওয়া হয়। পান করার পর তাদেরকে একটি বাক্স দেয়া হয় যেকানে ছিল এক বোতল জল, এক প্যাকেট চিনিমুত এবং চুইংগাম। তাদেরকে বলাহয় এই তিনটি জিনিসের মাঝে যে কোনটি তারা নিয়ে যেতে পারেন। এতে দেখা যায়, যারা কৃত্রিম চিনিযুক্ত ডায়েট পানীয়টি পান করেছিলেন তাদের মাঝে ওই মিষ্টি চকলেটের ব্যাগটি নিয়ে যাবার প্রবণতা অন্যদের তুলনায় ২.৯৩ গুণ বেশি। ঠিক কি কারণে আমাদের শরীর এই প্রতিক্রিয়া দেখায় তার ব্যাপারে নিশ্চিত নন গবেষকরা। তবে সুইটনার থেকে চিনির স্বাদ পাবার পরেও চিনির মতো শক্তি না পাওয়ার শরীর ক্যালোরি খুঁজতে থাকে, এটা একটি সম্ভাব্য কারণ। তবে সঠিক কারণ না জানা গেলেও এটা নিশ্চিত হওয়া যায় যে আর্টিফিশিয়াল সুইটনার উপকারের চাইতে ক্ষতিই করছে বেশি। অল্প কিছুদিন তা ক্যালোরি গ্রহণের পরিমাণ কমিয়ে রাখতে পারে বটে কিন্তু বেশিদিন ব্যবহারের ফলে উল্টো বাড়িয়ে দিচ্ছে ক্যালোরি গ্রহণের পরিমাণ।

ঘেমে যাওয়া গন্ধের দরুণ কার্যকরী ৩টি উপায়

শীতকাল ঝেড়ে ফেলে প্রকৃতি সেজে উঠেছে বসন্তের সাজে। এখনই শুরু হয়ে গিয়েছে গরমকাল। গরম হাওয়া নিয়ে এসেছে শুষ্কতা এবং সে সাথে গরমকালের কিছু বিরক্তিকর সমস্যা। গরমকালের বিরক্তিকর সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ঘেমে যাওয়া। অনেকেই অতিরিক্ত ঘেমে যান গরমকালে। ঘাম হাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভালো হলেও অতিরিক্ত ঘাম হওয়া কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাই অতিরিক্ত ঘেমে যাওয়া গন্ধ গরমকালে। ঘাম হওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভালো হলেও অতিরিক্ত ঘাম হওয়া কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাই অতিরিক্ত ঘেমে যাওয়া বন্ধ করতে সতর্ক থাকা উচিত। আজ জেনে নিন অতিরিক্ত ঘেমে যাওয়া বন্ধ করতে দরুন কার্যকরী ঘরোয়া কিছু উপায়। ভিনেগার ও তেল ১২০ মিলি লিটার লাল ভিনেগার ও ৩০ ফোঁটা তিলের তেল ও অলিভ অয়েল পিপারমেন্ট অয়েল একসাথে ভালো করে মিশিয়ে একটি বোতলে মুখ শক্ত করে লাগিয়ে রাখুন। ১ সপ্তাহ বোতলটি না খুলে ঠান্ডা, শুষ্ক ও অন্ধকার স্থানে রেখে দিন যাতে মিশ্রণটি একসাথে মিশে যায়। এরপর ১ সপ্তাহ পর প্রতিবার স্নান করার সময় স্নানের জলে ৩টেবিল চামচ এই মিশ্রণটি মিশিয়ে নিন। এতে করে অতিরিক্ত ঘেমে যাওয়ার হাত থেকে মুক্তি পাবেন। আপেল সিডার ভিনেগার ও বেকিং সোডা ২ টেবিল চামচ আপেল সিডার ভিনেগার নিয়ে এতে ১-২ চা চামচ বেকিং সোডা বালো করে মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণটি দিনে ১ বার করে পান করুন, যদি ঘেমে যাওয়ার সমস্যা অতিরিক্ত হয় হয় তাহলে সর্বোচ্চ দিনে ৩ বার পান করতে পারবেন। কিন্তু চাইতে বেশি পান করবেন না। এতে করেও ফল পাবেন ভালো। বাথসল্ট আধা কাপ বোরাক্স, ১ কাপ সি সল্ট, ১ কাপ বেকিং সোডা এবং ১ কাপ তিলের তেল অলিভ অলে পিপারমিন্ট অয়েল এক সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিন। প্রতিবার স্নানের সময় ২ বালতি জলে মিশ্রণটির ১ কাপ পরিমাণে মিশিয়ে নিন এবং তা দিয়ে স্নান করে নিন. এছাড়াও যদি পারেন তাহলে বাথটাবে গরম জল দিয়ে এই মিশ্রণটি মিশিয়ে ২০ মিনিট গা ডুবিয়ে থাকুন। এতেও ভালো ফল পাবেন।

কাঠ নাকি প্লাস্টিক? কোন ধরনের কার্টিং বোর্ড ব্যবহার করা ভালো?

একজন রাঁধুনির সবচাইতে প্রয়োজনীয় অস্ত্র কি? সেটা হল ছুরি অথবা বটি। কিন্তু ছুরির পাশাপাশি যে কার্টিং বোর্ড ব্যবহার করেন, বিভিন্ন উপাদানে তৈরি কাটিং বোর্ডের মাঝে যে পার্থক্য আছে এ ব্যাপারেও খেয়াল করেন না। প্লাস্টিক এবং কাঠের তৈরি বোর্ডের মাঝে কি পার্থক্য, এবং কোনটি আপনার জন্য ভালো? আসলে আমরা যতই মনে করি, প্লাস্টিকের বোর্ড কাঠের বোর্ডের চাইতে বেশি নিরাপদ, ব্যাপারটি তেমন নয়। গবেষণায় দেখা গেছে, কাঠের বোর্ড আসলে প্লাস্টিকের চাইতে বেশি স্বাস্থ্যকর। প্রতিদিন ব্যবহারের প্লাস্টিকের বোর্ডে যতসব খাঁজকাটা দাগ পড়ে যায়, এগুলোর মাঝে লুকিয়ে থাকতে পারে অনেক ব্যাকটেরিয়া যা পরিষ্কার করাটা মোটেই সহজ নয়। ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার বিশেষজ্ঞ ডিন ও ক্লিভার এবিষয়ে গবেষণা করে দেখেন, প্লাস্টিকের চাইতে বরং কাঠের কার্টিং বোর্ডে স্যালমোনেলার পরিমাণ কম পাওয়া যায়। কাঠের কাটিং বোর্ডে এসব ব্যাকটেরিয়া পৃষ্ঠ থেকে নিচে চলে যায়। সেখানে এরা বংশবিস্তার করতে পারে না এবং কিছু সময় পরে মারা যায়। কিন্তু প্লাস্টিক বোর্ডে এসব ব্যাকটেরিয়া বোর্ডের পৃষ্ঠা থাকা ছুরির দাগে আটকে যায়। বোর্ড পরিষ্কার করা হলেও তা যায় না। তাই নতুন প্লাস্টিকের বোর্ড যতই স্বাস্থ্যকর হোক, পুরানো প্লাস্টিকের বোর্ড স্বাস্থ্যের জন্য হতে পারে ঝুঁকিপূর্ণ। এ নিয়ে এখনো অনেক দ্বিমত রয়েছে। তবে নিয়মিত পরিষ্কার র াখা হলে এবং পুরনো হয়ে যাবার পর তা বাদ দিয়ে নতুন বোর্ড ব্যবহার শুরু করলে ঝুঁকির আশঙ্কা কম। বোর্ড যখন পুরনো হয়ে যায় এবং এতে অনেকক খাঁজকাটা দাগ পড়ে যায়. তখন নতুন বোর্ড কেনটাই শ্রেয়। যদি প্লাস্টিক এবং কাঠ উভয় ধরনের বোর্ডে ব্যাকটেরিয়া থাকার সম্ভাবনা থাকে তবে কোনটি আপনার জন্য ভালো? যদি সম্ভব হয় তাহলে এমন শক্ত কাঠের বোর্ড ব্যবহার করুন যাতে প্লাস্টিকের মতো সহজে দাগ পড়ে না। এতে যেমন স্বাস্থ্যঝুঁকি কম থাকে, তেমনি আপনার ছুরিও থাকবে নিরাপদ কারণ শক্ত কাঠের বোর্ড ব্যবহারে ছুরি সহজে ভোঁতা হবে না। তবে যে ধরনের কাটিং বোর্ড ব্যবহার করছেন না কেন, সম্ভব হলে মুরগির মাংস, এবং সবজি কাটার জন্য আলাদা বোর্ড ব্যবহার করাটা সবচাইতে নিরাপদ। এতে ক্রস কন্টামিনেশন হবার সম্ভাবনা থাকে না।

কৃমি হওয়ার কারণ ও প্রতিকারের উপায়

শিশুরা বিভিন্ন সময় পেটের ব্যথার আক্রান্ত হয়। খাদ্যে অরুচি, পাতলা পায়খানা, বমি বমি ভাব, পায়খানার রাস্তায় চুলকানি ইত্যাদি সমস্যাগুলো প্রায়ই শিশুদের মাঝে দেখা যায়। এগুলো কৃমির ল ক্ষণ। সংক্রমণের কারণ ---অস্বাস্থ্যকর টয়লেট ব্যবস্থা, অপরিষ্কার ঘরবাড়ি, দূষিত জল ব্যবহার, টয়লেট শেষে ভাল ভাবে হাত না ধোয়া, খাবার তৈরি বা গ্রহণের আাগে হাত পরিষ্কার না করা, হাতের নখ বড় রাখা, দাঁত দিয়ে নখ কাটা ইত্যাদি। কৃমির প্রকারভেদ ও স্বাস্থ্য সমস্যা বিভিন্ন প্রকার কৃমির মধ্যে গোলকৃমি, ফিতা কৃমি ও গুঁড়া কৃমির প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়। কখনো কখনো গোলকৃমি শিশুর নাক মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। এটি শিশুর শ্বাসনালীতেও প্রবেশ করতে পারে।

এছাড়া এটি শিশুর অন্ত্রে বা পিত্তনালীতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে। ফিতা কৃমি শিশুর অন্ত্রে লেগে থেকে রক্তপাত ঘটায়। এতে শিশুর ধীরে ধীরে রক্তশূন্য হয়ে পরে। পায়খানার রাস্তায় চুলকানির জন্য গুঁড়া কৃমি দায়ী। কৃমি ও অপুষ্টি কৃমির কারণে শিশু অপুষ্টিতে আক্রান্ত হয়। কৃমি অন্ত্রে রক্তপাত ঘটিয়ে একদিকে শিশুকে রক্তশূন্য করে আবার অন্ত্রে পুষ্টি উপাদানের পরিপাক ও শোষণে বাধার সৃষ্টি করে ডায়েরিয়া ঘটায়। এভাবে দীর্ঘ মেয়াদি সংক্রমণের ফলে শিশুর খাদ্যে অরুচি হয় এবং সে ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। এতে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হয়। চিকিৎসা বা দিয়ে সাধারণ শিশুর কৃমির চিকিৎসা করা হয়। আমাদের দেশে বছরে দুই বার জাতীয় টিকা দিবসে পোলিও টিকার পাশাপাশি এক বছর থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের কৃমি নাশক ওষুধ খাওয়ানো হয়. প্রতিরোধ--- গৃহস্থালির কাজে নিরাপদ ও বিশুদ্ধ জল ব্যবহার করতে হবে। স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। খাবারের আগে বা টয়লেটের পরে নিয়মিত হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। শিশুদের হাতের নখ বড় রাখা যাবে না এবং দাঁত দিয়ে নখ কাটার অভ্যাস পরিহার করতে হবে। সময়মতো কৃমি নাশক ওষুধ গ্রহণ করতে হবে। মানুষের অপরিশোধিত মল জমির সার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

যে লক্ষণ দেখে বুঝবেন আপনার শরীরে বাসা বেঁধেছে ক্যান্সার

বর্তমানে ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়েছে অনেক বেশি। এবং প্রতিদিনই আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে চলেছে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। ধূমপান সূর্যের রশ্মি, রাসায়নিকপদার্থ, বাড়তি ওজন সহ আরো নানান কারণে ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারেন যে কোনো মানুষ। সমীক্ষায় দেখা যায় স াধারণত প্রতি চারজন ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর মধ্যে মারা যান ১ জন ব্যক্তি। কিন্তু চিকিৎসার অভাব ও অবহেলার কারণে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায়তিনজন পর্যন্ত। অনেক সময় ক্যান্সারের লক্ষণগুলো ভালোভাবে না জানার কারণে শরীরে ছড়িয়ে প রে ক্যান্সার। যা বে শি মাত্রায় ছড়ানোর পর চিকিৎসা করে ভালো করাসম্ভব হয় না। ক্যান্সারের লক্ষণগুলোকে ভালোভাবে জানলে প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসার মাধ্যমে ক্যান্সারকে নির্মূল করা সম্ভব হয়। তাই আমাদের জানতে হবে ক্যান্সারের লক্ষণগুলোকে।

অতিরিক্ত মাত্রায় ওজন কমে যাওয়া— কোনো কষ্ট না করেও ওজন কমতে থাকলে খুব বেশি খুশি হওয়ার কিছুই নেই। এটা হতে পারে ক্যান্সারের লক্ষণ। ডায়েটিং কিংবা খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে ওজন কমতে থাকলে সমস্যা নয়। সমস্যা হলো কোন প্রকার ডায়েটিং কিংবা খাদ্যভ্যাস পরিবর্তন না করে ওজন কমতে থাকলে। এবং বেশি মাত্রায় কমতে থাকলে। অবশ্যই ডাক্তারের কাছে চেকআপের জন্য যাওয়া দরকার।

ক্রমাগত জ্বর এবং কাশি হওয়া— ঠান্ডা কিংবা ঋতু পরিবর্তনের সময় একটু আধটু জ্বর বা কাশি হওয়াকে আমরা কেউ পাত্তা দিই না। কিনউ যদি টানা জ্বর উা এবং কাশি থাকা শুরু করে তবে অবশ্যই ডাক্তারের কাছে যাওয়া প্রয়োজন। কারণ ক্রমাগত জ্বর ওটা এবং কাশি হতে পারে ব্লাড ক্যান্সার, লিম্ফো, লিউকোমিয়র লক্ষণ। ক্রমাগত জ্বর এবং কাশি থাকা অবহেলা করবেন না কখনোই। অতিরিক্ত এবং প্রায়ই মাথা ব্যথা এবং মেরুদন্ড ব্যথা হওয়া--- মাইগ্রেনের কারণে অনেকেই মাথা ব্যথায় বুগে থাকেন। ঠান্ডা লেগেও অনেকের মাথা ব্যথা হয়। কিন্তু একটানা অতিরিক্ত মাথা ব্যথা হওয়া ভালো লক্ষণ নয়। ডাক্তারের কাছে পরামর্শের জন্য চেকআপ করান। কারণ অতিরিক্ত মাথা ব্যথা হতে পারে ব্রেইন ক্যান্সারের লক্ষণ। আবার একটানা বসে থাকলে পিঠ না মেরুদন্ড ব্যথা হয় বলে আমরা মেরুদন্ড ব্যথাকে পাত্তা দেই না। কিন্তু এটিও হতে পারে ক্যান্সারের লক্ষণ। সুতরাং অবহেলা না করে চেকআপ করান। চামড়ার নিচে ফোলা বা দলা ভাবন্সারের প্রথম এবং প্রধান লক্ষণ হচ্ছে শরীরের চামড়ার নিচে গুটি গুটি হয়ে ফুলে ওঠা বা দলা পাকানো গোটার মতো অনুভব করা। তবে এই গুটি গুলো বুক বা বুকের আশে পাশে অথবা যৌনাঙ্গে দেখা দিলে ক্যান্সারের লক্ষণ হিসেবে ধরা হয়। শরীরের অন্যান্য অংশ যেমন হাত, প ায়ে দেখা দিলে ভয়ের কিছু নেই। অস্বাভাবিকরক্তপাত— কফ বা কাশির সাথে রক্ত যাওয়া ফুসফুসের ক্যান্সারের লক্ষণ হিসেবে ধরা হয়। এছাড়া প্রস্রাব পায়খানার সাথে রক্ত পরাও হতে পারে ব্লাডার ক্যান্সারের কারণ। স্তন থেকে রক্ত পরা সন্তন ক্যান্সারের লক্ষণ। এসব লক্ষণ দেখার সাথে সাথে ডাক্তারের শরণাপন্নহওয়া প্রয়োজন। শরীরের চামড়ায় পরিবর্তন—

চামড়ায় ছোট ছোট দানা হওয়া কিংবা শরীরের চামড়ারমাঝে মাঝে রঙের পরিবর্তন, কোন কারণ ছাড়াই জখমের মতো দাগ হওয়া সবই মেলানোর লক্ষণ। অর্থাৎ চামড়ার ক্যান্সারের লক্ষণ। এসব দাগ কিংবা পরিবর্তনের দিকে লক্ষ রাখুন। চামড়ায় কোনো ধরনের পরিবর্তনে অবশ্যই ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন।

খুব দ্রুত ক্লান্ত এবং অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়া— অনেক সময় কাজের ব্যস্ততায় কিংবা কাজের মধ্যে থাকলে আমরা ক্লান্তি বোধ করি। এমনকি মাঝে মাঝে ক্লান্তি এবং অবসাদগ্রস্ত থাকি বলেএই নিয়েই কাজ করি। অনেক সময় বিশ্রাম নেয়ার প রও এই ক্লান্তি দূর হয় না বলে আমরা ভাবি আমাদের পরিমিত বিশ্রাম হচ্ছে না। কিন্তু আমরা ভাবতেও প ারি না এটিও হতে পারে ক্যানসারের লক্ষণ। সামান্যতেই ক্লান্ত এবং অবসাদবোধ হওয়াকে অবহেলা না করে চেকআপের জন্য ডাক্তারের কাছে যান।

রবিবার রাজধানীতে শববাহি গাড়ির উদ্বোধন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

কলকাতা পৃথক পথ দুর্ঘটনায় আহত চার

কলকাতা, ১০ নভেম্বর (হি.স.) : শনিবার রাতে কলকাতায় পৃথক দুইটি পথ দুর্ঘটনায় আহত চার। প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটেছে জোড়াবাগান থানা এলাকায় অপরটি ঘটেছে হেয়ার স্ট্রিট থানা এলাকায়।

শনিবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের রাতে জোড়াবাগান থানায় এলাকায় এক পথচারীকে পেছন থেকে সজোরে ধাক্কা দেয় একটি বেপরোয়া গাড়ি। এরপরই ঘটনাস্থল থেকে ঘাতক গাড়িটি নিয়ে চম্পট দেয় চালক। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। আহতকে উদ্ধার করে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে আহত ব্যক্তির নাম চুন্নু রাম। বয়স ৪২। বাড়ি নিমতলা ঘাট এলাকায়। বর্তমান হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সে।

অপর দুর্ঘটনাটি ঘটেছে হেয়ার স্ট্রিট থানা এলাকায়। এখানে শনিবার রাতে গর্ভমেন্ট প্লেসের কাছে গার্ডরেলে সজোরে ধাক্কা মারে একটি গাড়ি। গাড়িচালক মৈনাক শ্রীবাস্তব(২৮) সমেত আহত তিন। বাকি দুই আহতের নাম মনোজ জৈন(৪২) এবং রবি জৈন(৪৩)। দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসে। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। চালকের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ দায়ের করেছে পুলিশ।

"বুলবুল"-এর প্রভাবে ক্যানিংয়ে ভেঙে পড়ল গাছ, বিদ্যুৎহীন বিভিন্ন অঞ্চল

ক্যানিং (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), ১০ নভেম্বর (হি.স.): শক্তি খানিকটা খর্ব হলেও, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং-সহ উপকূলবর্তী অঞ্চলে যথেষ্ট প্রভাব খাটাল ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় "বুলবুল"। "বুলবুল"-এর প্রভাবে ক্যানিংয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে ভেঙে পড়ল গাছ। ঝড় শুরু হওয়ার পর থেকেই বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে ক্যানিংয়ের বিস্তীর্ন অঞ্চল। রবিবার ভোর থেকেই বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টা করছেন বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীরা।

শনিবার গভীর রাতে ঘণ্টায় ১১০-১২০ কিমি বেগে "বুলবুল" বয়ে যায় সুন্দরবনের ধানচি জঙ্গল সংলগ্ন অঞ্চল দিয়ে। স্থলভাগে আছড়ে পড়ার আগে কিছুটা শক্তিক্ষয় হলেও, তাণ্ডবলীলা থেকে রেহাই পায়নি সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চল। ঝড়ের তাণ্ডবে ভেঙে পড়ে প্রচুর গাছ। বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল। সুন্দরবন ছাড়াও পূর্ব মেদিনীপুরেও "বুলবুল" প্রভাব খাটিয়েছে। শনিবার গভীর রাতে প্রবল বেগে ঝড় শুরু হয় ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা, ঝড়খালি-সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনার উপকূলবর্তী অঞ্চলে।

ঝড়ের তাণ্ডবে ক্যানিংয়ে ভেঙে পড়ে বিশালাকার একটি গাছ। প্রবল ঝড়ের মধ্যেই শনিবার গভীর রাতে ক্যানিং এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিসের সামনে একটি গাছ ভেঙে পড়ে। যদিও, হতাহতের কোনও খবর নেই। "বুলবুল" ক্রমশ বাংলাদেশ অভিমুখে অগ্রসর হওয়ায় প্রভাব খানিকটা কমে যায়। রবিবার ভোর থেকেই বৃষ্টি থেমে যায়। তবে, সূর্যের দেখা মেলেনি।

রাম মন্দির গড়তে হিন্দুদের সঙ্গে হাত মেলানো উচিত মুসলমানদের, দাবি বাহাদুর শাহের বংশধরের

নয়ডা, ১০ নভেম্বর (হি.স.) : সৌভ্রাতৃত্বের নজির তৈরি করে অযোধ্যায় রাম মন্দির গড়তে হিন্দুদের সঙ্গে হাত মেলানো উচিত মুসলমানদের বলে জানিয়েছেন মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জফরের বংশধর প্রিন্স ইয়াকুব হাবিবুদ্দিন তুসি।

শনিবার অযোধ্যা মামলার সুপ্রিম কোর্টের রায়দানকে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়ে ইয়াকুব হাবিবুদ্দিন তুসি জানিয়েছেন, আনন্দের সঙ্গে এই সিদ্ধান্তকে সবার মেনে নেওয়া উচিত। ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং সৌভ্রাতৃত্ব বোধের নজির গড়তে হিন্দুদের পাশাপাশি রাম মন্দির গড়তে মুসলমানদেরও এগিয়ে আসা উচিত।

উল্লেখ করা যেতে পারে এর আগে ইয়াকুব হাবিবুদ্দিন তুসি রাম মন্দির গড়ার জন্য একটি সোনার ইট দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতেই তিনি সেই সোনার ইট তুলে দেবেন।

শনিবার সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ জানায় যে অযোধ্যার ২.৭৭ একর বিতর্কিত জমিতেই নির্মাণ হবে রাম মন্দিরঊ মুসলমানেরা মসজিদ নির্মাণের জন্য অযোধ্যাতেই বিকল্প ৫ একর জমি পাবেন।

অযোধ্যা মামলার রায় নিয়ে ভিন্ন মত দিগ্বিজয়ের

ভোপাল, ১০ নভেম্বর (হি.স.) : অযোধ্যা মামলায় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত নিয়ে ভিন্ন মত শোনা গেল বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা তথা মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিং-এর গোলায়।

একাধিকবার বিতর্কের শিরোনামে থাকা এই নেতা দাবি করেছেন যে অবশেষে দেশের শীর্ষ আদালত মেনে নিল যে বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা আইনবিরুদ্ধ কাজ হয়েছে। রবিবার এক ট্যুইটবার্তায় দিগ্বিজয় সিং লিখেছেন, 'রাম জন্মভূমির রায় সবাই মেনে নিয়েছে, সেই কারণে আমি সকালের কাছে কৃতজ্ঞ। প্রত্যেকটি বিবাদের সমাধান যে সংবিধানের দ্বারা স্থাপিত বিচার ব্যবস্থার মধ্যেই রয়েছে, তা বরাবর কংগ্রেস বলে এসেছে। ধ্বংস ও হিংসার রাস্তা কোনওদিনই কারও ভাল করতে পারেনি। মাননীয় শীর্ষ আদালত রাম জন্মভূমি মামলায় বারবি মসজিদ ধ্বংস করাকে বেআইনি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ২৭ বছর হয়ে গেল অপরাধীরা কি শাস্তি পাবে?"

উল্লেখ করা যেতে পারে অযোধ্যা মামলা রায়দানে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে যে অযোধ্যার ২.৭৭ একর বিতর্কিত জমিতেই নির্মাণ হবে রাম মন্দিরঊ মুসলিমরা মসজিদ নির্মাণের জন্য অযোধ্যাতেই বিকল্প ৫ একর জমি পাবেন

অযোধ্যা মামলার রায়দানের ফলে পশ্চিমী সংবাদমাধ্যমের ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হবে, দাবি ওভারসিজ ফ্রেন্ডস অফ বিজেপির

লস অ্যাঞ্জেলেস, ১০ নভেম্বর (হি.স.) : অযোধ্যা মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়দানের ফলে পশ্চিমী সংবাদমাধ্যমের ভ্রান্ত ধারণা এবার দূরীভূত হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে ওভারসিজ ফ্রেন্ডস অফ বিজেপির তরফে। অযোধ্যা মামলায় সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের পরে ওভারসিজ ফ্রেন্ডস অফ বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়দান গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা হিন্দুদের আস্থার প্রতীক। এই সিদ্ধান্ত স্বাধীন ভারতের ইতিহাসের স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সংগঠনটির প্রাক্তন সভাপতি দীনেশ আগরওয়াল জানিয়েছেন, এই রায় পশ্চিমী সংবাদমাধ্যমের ভ্রান্ত ধারণাকে দূর করবে। সংগঠনের সভাপতি কৃষ্ণ রেড্ডি আংগুলা জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। কয়েক কোটি হিন্দুদের আস্থার জয় হয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসা দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে চলতে থাকা বিবাদের অবসান ঘটিয়েছে। সংগঠনের সম্পাদক বাসুদেব প্যাটেল জানিয়েছেন, এটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। কারণ হিন্দুদের আস্থার জয় হয়েছে।

আত্মহত্যার চেষ্টা, যুবককে বাঁচাল পুলিশ

কলকাতা, ১০ নভেম্বর (হি.স.) : বিদ্যাসাগর সেতু থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা। পুলিশের তৎপরতায় প্রাণ বাঁচল যুবকের। শনিবার রাতের এই ঘটনায় ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য।

রবিবার সকালে কলকাতা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে শনিবার রাত ১০টা ৪৫মিনিট নাগাদ তাদের কাছে খবর আসে যে বিদ্যাসাগর সেতু থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা চালাচ্ছে এক যুবক। দেরি না করে ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়ে ওই যুবককে আত্মহত্যা করা থেকে রোখে পুলিশ। জানা গিয়েছে ওই যুবকের নাম অমিত দাশগুপ্ত। বয়স ৩২-এর অমিত কলকাতার পর্ণশ্রী থানা এলাকার বাসিন্দা। পুলিশকে ওই যুবক জানিয়েছে যে পারিবারিক বিবাদের জেরে হতাশা ভুগে আত্মহত্যা চেষ্টা করেছেন। পুলিশ তাঁকে বুঝিয়ে সুরক্ষিত ভাবে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়েছে।

বুলবুলের প্রভাব কাটতেই কলকাতা বিমানবন্দরে শুরু হল পরিষেবা

কলকাতা,১০ নভেম্বর (হি.স.): বুলবুলের প্রভাব কাটতেই কলকাতা বিমানবন্দরে শুরু বিমান চলাচল স্বস্তি বিমানযাত্রীদের ঊ রবিবার সকাল থেকেই স্বাভাবিক হল কলকাতা বিমানবন্দরে শুরু হল পরিষেবা ঊ

ঝড়ের আতঙ্কে ১২ ঘণ্টা বন্ধ ছিল বিমানবন্দরের সমস্ত রকম কাজ ঊ ঝড়ের শনিবার ২৩টি ফ্লাইট বাতিল করেছিল ইন্ডিগো ঊ ভিস্তারাও বাতিল করেছিল ৮টি বিমান ঊ শনিবার সন্ধের পর সব বিমানই বাতিল করা হয় কলকাতা বিমানবন্দরে ঊ বাতিল করা হয় কলকাতাগামী বিমানগুলিও ঊ শনিবার সন্ধ্যে ৬টা থেকে রবিবার সকাল ৬টা পর্যন্ত সব রকম পরিষেবা বন্ধ ছিল ঊ দেশের মধ্যে বিভিন্ন রুটের পাশাপাশি বিদেশের সব রুটের বিমান বাতিল হওয়ায় চরম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় যাত্রীদের ঊ ঝড়ের প্রভাব কাটতেই রবিবার সকাল ৬টার পর শুরু হয়েছে বিমান ওঠা-নামা

উত্তরবঙ্গ সফর বাতিল, "বুলবুল" বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১০ নভেম্বর (হি.স.) : উত্তরবঙ্গ সফর বাতিল করে আগামিকাল সোমবার "বুলবুল" বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় ঊ 'বুলবুল'-এ দুর্গত মানুষদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা নিয়ে কাকদ্বীপে প্রশাসনিক বৈঠকও করবেন মুখ্যমন্ত্রীঊ আজ রবিবার টুইট করে এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ঊ

আগামী সপ্তাহে উত্তরবঙ্গে কুচবিহার সফরে যতেন মুখ্যমন্ত্রী ঊ তবে, "বুলবুল" এসে সকল পরিস্থিতিকে পাল্টে দেয় ঊ তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে উত্তরবঙ্গ সফর বাতিল করে সোমবার বুলবুল" বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রীঊ আকাশপথেই সোমবার প্রথমে নামখানা ও বকখালির পরিস্থিতি পরিদর্শন করবেন মুখ্যমন্ত্রী ঊ তারপর 'বুলবুল' —এর ফলে দুর্গত মানুষদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা নিয়ে কাকদ্বীপে প্রশাসনিক বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রীঊ এরপর ১৩ তারিখ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের পরিস্থিতি দেখতে যাবেন মুখ্যমন্ত্রীঊ

টুইট করে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'মারাত্মক ঘূর্ণিঝড় ঝড় 'বুলবুল' এর কারণে, আমি আগামী সপ্তাহে আমার উত্তরবঙ্গ সফর স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিঊ পরিবর্তে, কাল আমি নামখানা এবং বাকখালীর আশেপাশের ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলগুলির একটি বিমান সমীক্ষা নেবঊ পরে ঘূর্ণিঝড় ক্ষতিগ্রস্থদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা পর্যালোচনা করার জন্য প্রশাসনের সাথে কাকদ্বীপে একটি সভা করবঊ আমি ১৩ ই নভেম্বর উত্তর চব্বিশ-পরগনার বাসিরহাটের ঘূর্ণিঝড় ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলগুলি ঘুরে দেখার পরিকল্পনাও করছি

অস্ট্রেলিয়ায় দাবানলে নিহত তিন ভস্মীভূত ১৫০-র বেশি বাড়ি

ক্যানবেরা (অস্ট্রেলিয়া), ১০ নভেম্বর (হি.স.) : অস্ট্রেলিয়ায় বিধ্বংসী দাবানলে নিহত তিন। নিখোঁজ একাধিক। অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলেসের শহরাঞ্চল দমকল বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে দাবানলের জেরে কমপক্ষে দেড়শোর বেশি বাড়ি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। চলতি সপ্তাহে দাবানলের উপর নিয়ন্ত্রণ আনার জন্য সমস্ত রকমের চেষ্টা চালিয়েছিল দমকল। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে আগামী সপ্তাহ পরিস্থিতি আরও বেশি ভয়াবহ হতে পারে।

নিউ সাউথ ওয়েলসের দমকল বিভাগের কমিশনার শেইন ফিটসিমন দাবানল রোধে দমকল বাহিনীর সমস্ত রকমের প্রচেষ্টাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন। কিন্তু পরিস্থিতির ভয়াবহতা এখনও কমেনি বলে জানিয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন নিহত তিনজনের মধ্যে একজনের মৃতদেহ দগ্ধ অবস্থায় একটি গাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন জানিয়েছেন, কুইনসল্যান্ড এবং নিউ সাউথওয়েলেস রাজ্যে দাবানল রোধে ১৩০০ দমকলকর্মী কাজ করে চলেছে। দমকল কর্মীদের সহায়তা করতে সেনাবাহিনী ডাকা হতে পারে। সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে ১০০ জন স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে দমকলবাহিনীকে সহয়তা করে চলেছে। নিহতদের পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। অন্যদিকে কুইসল্যাণ্ডের ত্রাণশিবিরগুলিতে আশ্রয় নিয়েছে কয়েজ হাজার মানুষ।

তিন দিনের সফরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন পীযূষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর (হি.স.) : তিন দিনের সফরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্য তাঁর এই সফর বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী হওয়ার পাশাপাশি বাণিজ্য এবং শিল্পমন্ত্রকের দায়িত্বেও রয়েছেন তিনি। ১২ নভেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে পৌছবেন। ১৩ নভেম্বর সে দেশের ট্রেড রিপ্রেসেনটেটিভ রবার্ট লিংথিজারের সঙ্গে বৈঠক পীযূষ গোয়েল। কয়েকটি বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন হবে দুইজনের মধ্যে। ১৪ নভেম্বর সে দেশের শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন তিনি।

উল্লেখ করা যেতে পারে সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের উপর থেকে বিশেষ বাণিজ্যিক সুবিধা যুক্ত জেনারালাসজ সিস্টেম অফ প্রেফারেন্স প্রত্যাহার করে নেয়। এর পাল্টা ২৫টি মার্কিন পণ্যের উপর বাড়তি শুল্ক চাপায় ভারত। এমন পরিস্থিতিতে দুই দেশের মধ্যে চলতে থাকা বাণিজ্যিক দ্বন্দ্ব দূর করাই একমাত্র লক্ষ্য পীযূষ গোয়েলের।

প্রায় আড়াইশো গাছ কেটে গুয়াহাটি-উত্তর গুয়াহাটি সেতু নির্মাণ, প্রতিবাদে মানবশৃঙ্খল

গুয়াহাটি, ১০ নভেম্বর (হি.স.) : গুয়াহাটির ভরলুতে অবস্থিত শংকরদেব পার্ক এবং আজানপীর পার্কের প্রায় দুই শতাধিক গাছ কেটে গুয়াহাটি-উত্তর গুয়াহাটি সংযোগী সেতু নির্মাণের প্রতিবাদে রবিবার সকালে মানবশৃঙ্খল গড়েছেন পশ্চিম গুয়াহাটি নাগরিক সজাগতা মঞ্চ-এর কর্মকর্তারা।

আজ সকালে মঞ্চের কর্মকর্তারা শংকরদেব পার্কের সামনে এলাকার সচেতন নাগরিক এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে গাছ কাটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রদর্শন করতে গিয়ে মানবশৃঙ্খল গড়ে তুলেন। প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে প্রতিবাদী মানবশৃঙ্খলে ভরলুমুখ এলাকার হাজারখানেক ছোট ছোট শিশু, জ্যেষ্ঠ নাগরিক হাতে হাতে 'গাছ রক্ষা করুন', 'নদীর পার সুরক্ষিত রাখুন', 'পরিবেশের ক্ষতি না করে সেতু নির্মাণ করুন' ইত্যাদি ব্যানার-পোস্টার নিয়ে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেন।

মানবশৃঙ্খল কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী জ্যেষ্ঠ নাগরিক জনৈক রমেন চৌধুরী হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বলেন, 'সেতু নির্মাণের নামে গাছ ধ্বংস করার পরিকল্পনা কোনওভাবেই মানা যায় না, এই চিন্তাধারা অযৌক্তিক, অমূলক। এখানে সেতু আমাদের খুবই দরকার। সেতু তৈরি করতে হবে, তবে প্রকৃতি ধ্বংস করে নয়।' তিনি বলেন, 'এটা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার, সেতু তৈরির নামে এক-দু গাছ নয়, প্রায় ২৫০টি গাছি কাটার পরিকল্পনা নিয়েছে পূর্ত দফতর।' রমেনবাবু বলেন, 'সেতু তৈরির জন্য ডিপিআর প্রস্তুত করার স্থানীয় মানুষের সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার ছিল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। গাছ কেটে শংককদেব পার্ককে ধ্বংস করলে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য বিপদ ডেকে আনা হবে।' তিনি আরও বলেন 'গাছ রোপণ করা আমাদের দায়িত্ব, কিন্তু গাছ কাটা নয়। বিজ্ঞানসম্মতভাবে সেতুটি নদী পর্যন্ত নিয়ে গেলে এত গাছ রক্ষা পড়বে।' তাঁর পরামর্শ, প্রস্তাবিত সেতু নির্মাণের জন্য নতুন করে নকশা তৈরি করে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের গাছগাছালি এবং পার্কগুলিকে সুরক্ষিত করুক পূর্ত দফতর। এছাড়া উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান-সংদঠনের কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি কারিগরি সমিতি গঠন করে নদীর পাড়কে সুরক্ষিত রাখাতে পরামর্শ দিয়েছেন জ্যেষ্ঠ নাগরিক জনৈক রমেন চৌধুরী।

আরেক প্রতিবাদী জানান, যে-সব গাছ কাটার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলোর বেশিরভাগই ৫০ বছরের বেশি পুরনো। এলাকার বহু নাগরিক তাঁদের বাল্যকালের বেশিরভাগ সময় এই গাছগুলোর নীচে খেলাধুলা করেছেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, সোনারাম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কাছে ভরলুমুখের সঙ্গে উত্তর গুয়াহাটিতে সংযুক্ত করতে ব্রহ্মপুত্রের ওপর প্রস্তাবিত সেতু নির্মাণ করতে হলে প্রায় আড়াইশো গাছ কাটার আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রস্তাবিত সেতুর প্রকল্প প্রতিবেদন (ডিপিআর) অনুয়ায়ী ভরলুমুখের শংকরদেব পার্ক, আজানপীর পার্ক এবং মাছখোয়া থেকে কালিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত নদী তীরবর্তী এলাকার ব্যাপক ক্ষতি হবে বলে ধারণা করছেন এলাকার মানুষজন। কেননা, বিস্তৃত অঞ্চলে বিদ্যমান গাছগুলোতে নানা প্রজাতির পাখির বাসস্থান। এছাড়া পার্কটি শিশু ও বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের কাছেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতিমধ্যে যে-সব গাছ কাটা হবে সেগুলোতে নম্বর ফলকও সাঁটা হয়ে গেছে।

নোড়ার আঘাতে এক বন্ধুকে খুন আরেক বন্ধুর

কলকাতা,১০ নভেম্বর (হি.স.):বচসার জেরে বন্ধুর হাতেই খুন যুবকঊ শিল-নোড়ার আঘাতেই মৃত্যু হয় যুবকের ঊ ঘটনাটি ঘটে শনিবার মধ্যরাতে শরৎ বোস রোড পোস্ট অফিস সংলগ্ন এলাকায় ঊ ঘটনায় ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে টালিগঞ্জ থানার পুলিশ ঊ

লালদেব সদাই নামে এক যুবক বন্ধু মনোজ বৈঠার সঙ্গে শরৎ বোস রোড পোস্ট অফিস সংলগ্ন এলাকায় বসে মদ্যপান করছিলেন ঊ কিন্তু হঠাৎই মনোজ বৈঠাকে অন্যত্র সরে গিয়ে মদ্যপানের প্রস্তাব দেয় লালদেব সদাই ঊ কিন্তু তাতে রাজি হয়নি মনোজঊ এই নিয়েই দু'জনের মধ্যে বচসা শুরু হয় ঊ সেই বচসা এতটাই জোরালো আকার ধারন করে সেই বচসার জেরেই শিল-নোড়া দিয়ে মনোজের মাথায় আঘাত করে লালদেব। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মনোজঊ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় টালিগঞ্জ থানার পুলিশ ঊ পুলিশ সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত লালদেব সদাইকে গ্রেফতার করা হয়েছঊ অভিযোগও স্বীকার করে নিয়েছে অভিযুক্তঊ মৃত ব্যক্তির দেহ পাঠানো হয়েছে ময়না তদন্তের জন্য।

দেশবাসীকে মিলাদ উন নবির শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর (হি.স.) : মিলাদ উন নবি উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, উপ-রাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ নিজের ট্যুইটবার্তায় লিখেছেন, পয়গম্বর মহম্মদের জন্মদিনে মিলাদ-উন-নবি পালন করা হচ্ছে। এই উপলক্ষ্যে সকল নাগরিকদের, বিশেষ করে ভারত এবং দেশের বাইরে থাকা মুসলমান ভাইবোনেদের শুভেচ্ছা জানাই। চিরন্তন ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সমবেদনা সকলকে অনুপ্রাণিত করে সকলকে ভাল থাকার দিকে নিয়ে যাক।

উপ-রাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু ট্যুইটবার্তায় লিখেছেন, পয়গম্বর মহম্মদ ভালবাসা, শান্তি, সমবেদনা, চিরন্তন সৌভ্রাতৃত্ববোধ এবং শিখিয়ে গিয়েছেন। মানবতাকে তিনি জ্ঞান এবং সঠিক পথে চালিত করেছেন। পয়গম্বর মহম্মদের জীবনের এই উদযাপন মহত্ববোধকে বৃদ্ধি করবে। সাধারণ মানুষকে আরও বেশি কাছাকাছি নিয়ে আসবে। তাঁর বাণী সকলকে শান্তি এবং সম্প্রীতির দিকে চালিত করুক।

রবিবার নিজের ট্যুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, মিলাদ উন নবি উপলক্ষ্যে সকলকে শুভেচ্ছা জানাই। পয়গম্বর মহম্মদ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এইদিনটি যেন সমাজের সম্প্রীতি এবং সমাজের সমবেদনাকে বিস্তার করুক। সর্বত্র শান্তি বজায় থাকুক।

ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকার প্রশংসা করলেন রাজ্যপাল

কলকাতা, ১০ নভেম্বর (হি.স.) : ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। বুলবুলের দাপটে পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বিপুল। রাজ্যজুড়ে প্রায় এক লক্ষ ৬৫ হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কনট্রোল রুমে বসে শনিবার গভীর পর্যন্ত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর মুখ্যমন্ত্রীর এই ভূমিকার প্রশংসা করে ট্যুইটবার্তায় রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর ঊ

তিনি জানিয়েছেন, ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় বুলবুল মোকাবিলা এবং ত্রাণ কাজে রাজ্য প্রশাসনকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তা প্রশংসনীয়। এছাড়া কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যেকার সমঝোতা খুবই ভাল ছিল। রাজ্যপাল বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে ত্রাণ কাজে যোগ দেওয়ারও আহ্বান জানান।

উল্লেখ করা যেতে পারে এখনও বুলবুলের দাপটে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। রাজ্যে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুর।

রবিবার রাজধানীতে আয়োজিত হয় এক রক্তদান শিবিরের। ছবি- নিজস্ব।

সন্দেহভাজন দুই ড্রাগস কারবারি গ্রেফতার, উদ্ধার বহু নেশার ট্যাবলেট, রহস্যে ঘেরা মানকাচর পুলিশের অবস্থান

মানকাচর (অসম), ১০ নভেম্বর (হি.স.) : দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার মানকাচর থানা এলাকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী পূবেরগাঁওয়ে অভিযান চালিয়ে সন্দেহজনক দুই ড্রাগস কারবারিকে আটক করেছে পুলিশ। তাদের হেফাজত থেকে ৪৫৮টি নেশার ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তবে এ-ক্ষেত্রে পুলিশের অবস্থানকে রহস্যজনক বলে মনে করা হচ্ছে।

জানা গেছে, মানকাচর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিনোদকুমার দাসের নেতৃত্বে পুলিশের এক দল আজ রবিবার দুপুর প্রায় ১২টা নাগাদ নেশা বিরোধী অভিযান চালায়। অভিযানে মানকাচর থানা এলাকার পূবেরগাঁওয়ের বাসিন্দা জনৈক আতাউর রহমানের ছেলে ইলিয়াসুর রহমান (৩২) এবং সংলগ্ন সককারপাড়া গ্রামের রফিউল হকের ছেলে সোনা মিঞা (২৫)-কে আটক করে পুলিশের দল। ওসি বিনোদ দাস জানান, এই দুই যুবকের বিরুদ্ধে বহুদিন ধরে নেশার ট্যাবলেট, নেশাজাতীয় অন্যান্য দ্রব্যের চোরাকারবারের অভিযোগ রয়েছে। এরা নেশাদ্রব্য পাচারবাণিজ্যের এক চক্রের সঙ্গে যুক্ত। এই চক্রের সঙ্গে মিলে ইলিয়াসুর ও সোনা মিঞা প্রতিবেশী রাজ্য মেঘালয় এবং বাংলাদেশে ড্রাগস পাচার করে, জানান ওসি দাস।

এদিকে থানায় পুলিশের জিম্মায় থেকে ইলিয়াসুর ও সোনা মিঞা সাংবাদিকদের কাছে তারা নির্দোষ বলে দাবি করেছে। বলেছে, তারা ড্রাগস কারবারের সঙ্গে জড়িত নয়। তবে তারা দু-চারটে ট্যাবলেট কিনে নিজেরা নেশা করে। দুজনেরই দাবি, তাদের হেফাজত থেকে পুলিশ মাত্র চারটি নেশার ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে তাদের কাছ থেকে বহু সংখ্যক নেশার ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ মিথ্যা অভিযোগ তুলে দুজনকে নেশা কারবারি বলে অভিযোগ তুলেছে। ধৃত দুজনে যখন নিজেদের নির্দোষ বলে বক্তব্য পেশ করছিল, তখন ধমক দিয়ে পুলিশ তাদের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করছিল।

মানকাচর পুলিশ আজ যে দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে, প্রকৃতপক্ষে তারা নেশা কারবারি কি না তা রহস্যের আবর্তে। তবে গত কিছুদিন ধরে মানকাচর পুলিশের বিরুদ্ধে ড্রাগস মাফিয়াদের কাছ থেকে তোলা আদায়ের অভিযোগ সোশাল মিডিয়ায় ভিডিও সহকারে প্রচার হচ্ছে। এর পর মানকাচর পুলিশ বেশ কয়েকজন যুবককে ড্রাগস সংক্রান্ত অভিযোগে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠিয়েছে। মাহমাদ-উল নামের স্থানীয় এক যুবক পুলিশের নামে হোমগার্ডের কর্মী তোলা আদায় করছে, এমন এক ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। এই ভিডিওটি একটি পোর্টালে সম্প্রচারিত হলে মানকাচর পুলিশ খোদ মাহমাদ-উলকে ড্রাগস কারবারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ তুলে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠিয়েছে বলে স্থানীয় মানুষ পুলিশের বিরুদ্ধ অভিযোগ তুলেছেন। মানকাচর থানায় সংগঠিত ঘটনাবলি সম্পর্কে জেলার পুলিশ সুপার থেকে অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধ উচ্চস্তরের তদন্ত দাবি করেছেন স্থানীয় সচেতন নাগরিকরা।

পশ্চিম মেদিনীপুরের সাপের কামড়ে যুবকের মৃত্যু, মানতে নারাজ হাসপাতাল

মেদিনীপুর, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : ঝড়ের রাতে সাপের কামড়ে মৃত্যু হল এক যুবকের । মৃত যুবকের নাম নবকুমার ঘোড়ই(৩৬) । তার বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা থানার দেউলিতে । শনিবার সন্ধ্যায় ঝড়ের সময় বাড়ির বাইরে বেরানোর সময় সাপ কামড়ায় বলে পরিবারের দাবি। রাতেই তার শরীরে সাপে কাটার চিহ্ন দেখে অসুস্থ্য অবস্থায় উদ্ধার করে বেলদা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু সেখানেই তার মৃত্যু হয় সেখানে । পরিবারের দাবি মত চিকিতকরা তেমন সাপে কাটার চিহ্ন পায় নি । তার মাঝেই চিকিতার সঠিক সুযোগ না দিয়ে মৃত্যু হয়। হাসপাতালের পক্ষ থেকে ময়নাতদন্তের জন্য খড়্গপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে রবিবার ।

চিকিতকদের বক্তব্য, ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর কারন জানা যাবে। তবে পরিবারের দাবি, শনিবার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে সাপে কাটার কথা জানায় নবকুমার । তারপর তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে এলে সেখানে মারা যায় ।

জরুরী পরিষেবা

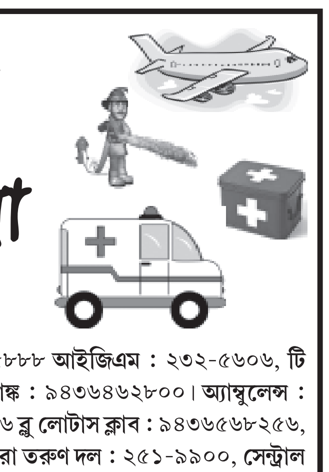

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নদীবাঁধ টিকে যাওয়ায় রক্ষা, না হলে আর বড় বিপদ হওয়ার আশঙ্কা ছিল সুন্দরবনে

সুন্দরবন, ১০ নভেম্বর (হি.স.) : আয়লায় সুন্দরবনের সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটার নদীবাঁধ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। আর সেই কারনে আয়লার ভয়াবহতা অনেক বেশি করে দাগ কেটেছিল সুন্দরবনের মানুষের মনে। তবে আয়লার থেকে কোন অংশে কম শক্তিশালি ছিল না ঘূর্ণিঝড় বুলবুল। কিন্তু এক্ষেত্রে সুন্দরবনের নদীবাঁধে ভাঙন না ধরায় আয়লার মত বিপর্যয় হয়নি। তবে প্রচুর বাড়িঘর ও গাছপালার ক্ষতি হয়েছে এই ঝড়ের তাণ্ডবে। শনিবার রাত এগারোটা নাগাদ সুন্দরবনের মানুষ প্রথম উপলব্ধি করতে শুরু করে বুলবুলের আগমন। রাত যত বাড়তে থাকে ততই বুলবুল থাবা বসাতে থাকে সুন্দরবনের কুলতলি, ঝড়খালি, গোসাবায়। প্রায় চার ঘণ্টা ধরে একশো কিলোমিটারের বেশি গতি নিয়ে বইতে থাকে ঝোড়ো হাওয়া। এর প্রভাবে শুধু গোসাবা ব্লকেই দু হাজারের বেশি বাড়ি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। আর প্রায় সাত হাজার বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। অন্যদিকে বাসন্তী ব্লকের ঝড়খালি, নফরগঞ্জ, জ্যোতিষপুর সহ আশপাশের বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ঘরবাড়ি ও গাছপালা পড়ে গিয়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এছাড়াও ক্যানিং ১ ও ক্যানিং ২ ব্লকে ও বেশ কিছু এলাকা এই ঝড়ের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

রবিবার মহকুমা ও ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে দুর্গতদেরকে ত্রিপল, চাল, ডাল সহ বিভিন্ন ত্রান সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়েছে। ক্যানিংয়ের মহকুমাশাসক বন্দনা পোখরিয়াল নিজেও বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে গিয়ে দুর্গতদের হাতে ত্রান সামগ্রী তুলে দেন। তিনি বলেন, “ ঝড়ে যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাদের পাশে সরকার রয়েছে। দ্রুত যাতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা যায় সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে”।

এদিনের ঝড়ে বহু বিদ্যুৎয়ের খুঁটি উপড়ে গিয়ে বিস্তীর্ণ এলাকা বিদ্যুৎ সংযোগহীন হয়ে পড়েছে। ইন্টারনেট পরিষেবা ও যথেষ্ট বিপর্যস্ত। গোসাবার লাহিড়ীপুর এলাকায় কমলা মণ্ডল(৬২) নামে এক বয়স্ক মহিলা শনিবার রাতে ঝড়ের সময় মারা যায়। স্থানীয় মানুষজন ও গোসাবার বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর এই মৃত্যুকে ঝড়ের কারনে মৃত্যু বললেও সেই দাবী মানতে চাননি স্থানীয় ব্লক প্রশাসন। তবে কি কারনে মৃত্যু হয়েছে তা জানতে দেহ ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিশ।

বুলবুল সেভাবে প্রভাব ফেলেনি ঝাড়গ্রামে

ঝাড়গ্রাম, ১০ নভেম্বর (হি.স.): শনিবার রাত পর্যন্ত বুলবুলের প্রভাব থাকলেও রবিবার বেলা বাড়ার সাথে সাথে তার প্রভাব কাটতে শুরু করে। অবশেষে রোদ ঝলমলে আকাশ দেখে খুশির মহল কৃষকদের মধ্যে। আকাশ মুক্ত মেঘ দেখে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান অনেকটাই কমল বলে মনে করছে কৃষকেরা। তবে বুলবুলের প্রভাবে যেটুকু ক্ষতি হয়ে গিয়েছে তা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তায় রয়েছে কৃষকমহল। যদিও ঝাড়গ্রাম জেলায় সেভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি ঘূর্ণিঝড় বুলবুল। তবে বিশেষ করে যেটুকু ধান মাঠে কাটা ছিল তার ক্ষয়ক্ষতি সব চেয়ে বেশি হয়েছে বলে দাবি কৃষকদের।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে চাষের কতটা কি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার হিসেব নিকেশ চলছে। এদিকে বুলবুলের প্রভাবে ঝাড়গ্রাম জেলার বেশ কিছু মাটির বাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। সেগুলিকে দ্রুত মেরামত করার ব্যবস্থা গ্রহন করেছে ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসন। এছাড়াও জামবনী, মানিকপাড়া এলাকার বেশি জায়গায় বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে গিয়ে বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দেয়। বিদ্যুৎ না থাকার ফলে এদিন সকাল থেকেই জামবনীর, যুগিবাঁধ, সানগ্রাম, বড়শোল সহ বিভিন্ন গ্রামে পানীয় জলের সমস্যায় পড়েন বাসিন্দারা। যদিও প্রশাসন ও বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীরা তৎপরতার সাথে মেরামতির কাজে হাত লাগান। যার ফলে দুপুরের দিকে বেশ কিছু এলাকার বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়ে যায়।

যুগীবাঁধ গ্রামের কৃষক হরেন মল্লিক, উমা মল্লিকেরা বলেন, আমাদের দিকে ঝড়ের প্রভাব সেভাবে না আসায় অনেকটাই রক্ষা পাওয়া গেল। মাঠের প্রায় সব ধান পাকা অবস্থায় রয়েছে। বেশ কিছুটা মাঠেই কাটা রয়েছে। যেটুকু ধান মাঠে কাটা ছিল তা পুরোপুরি ভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সরকার বাহাদুর যদি না আমাদেরকে না দেখেন তা হলে খুব সমস্যায় পড়ব। ঋণ নিয়ে চাষ করেছিলাম। ঋণ না শোধ করতে পারলে ছেলে মেয়ে নিয়ে পথে বসতে হবে।’

এবিষয়ে ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক আয়েশা রানী বলেন, জেলায় কতটা কি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা ক্ষতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে আমাদের জেলায় বুলবুল সেভাবে প্রভাব ফেলেনি, তাই কাউকে ত্রাণশিবিরে তুলে আনতে হয়নি। যাদের বাড়িঘর ভেঙ্গেছে সেগুলিকে মেরামতির ব্যাবস্থা করছে প্রশাসন।

’সিধুর মন্তব্যের জন্য সোনিয়া গান্ধীর ক্ষমা চাওয়া উচিত : সম্বিত পাত্র

নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর (হি.স.) : কর্তারপুর করিডরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কংগ্রেস বিধায়ক নভজোৎ সিং সিধু মন্তব্যকে ঘিরে তীব্র সমালোচনায় ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। তাঁর ওই মন্তব্যের জন্য কংগ্রেস সভাপতি সোনিয়া গান্ধীর ক্ষমা চাওয়া উচিত বলে জানিয়েছে বিজেপি। রবিবার বিজেপির মুখপাত্র সম্বিত পাত্র বলেন, কর্তারপুর করিডোর উদ্বোধনের দিন কংগ্রেস বিধায়ক নভজোৎ সিং সিধু পাকিস্তানের এক মুখ্য অতিথির ভূমিকা পালন করেন। উল্লেখ্য, কর্তারপুর করিডোর উদ্বোধনীতে পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, কর্তারপুর করিডোর খুলে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ইতিহাস রচনা করেছেন এবং শিখ সম্প্রদায়ের মন জয় করেছেন। এই মন্তব্যের পর এদিন সম্বিত পাত্র বলেন, নভজোৎ সিং সিধু বা সোনিয়া গান্ধী বা রাহুল গান্ধীর ন্যাশনাল হেরাল্ড বারবার দেশ বিরোধী বক্তব্য দিয়েছেন এবং কোথাও না কোথাও পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলা হয়েছে।

৯০০ বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত

আটের পাতার পর

মিলিমিটার, পরেরদিন হয়েছে ৩২.৯ মিলিমিটার। জেলাতে এই মরসুমে মোট আমন চাষ হয়েছে- ৩লক্ষ ৭২ হাজার ১১৩ হেক্টর জমিতে। যার বেশির ভাগ অংশই পাকাধান রয়েছে। জেলার অনেক নিচু এলাকায় যেমন নারায়ণগড় কেশপুর ঘাটাল -এ পাকা ধানের জমিতে জল জমেছে, তার ওপর ধানগাছ পড়ে রয়েছে। সেখানে ধানে অংকুর হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। এবারে করা চাষের মধ্যে ৩৩ শতাংশের বেশি ক্ষতি হয়েছে এমন চাষের পরিমাণ ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ৬০০ হেক্টর জমি। এর থেকে কৃষি দফতরের আশংকা ৯ লক্ষ ৩৩ হাজার টন ধান উৎপাদন কমে যেতে পারে। এই লোকসানের হিসেব সরকারের নতুন করা ধানের দাম অনুসারে প্রতি টন ১৮ হাজার ১৫০ টাকা হিসেবে মোট এই জেলাতেই ধানের ক্ষেত্রে ১৬ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা লোকসান হবে। সব মিলে ৩৫৫৮ টা মৌজা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরপরেও রয়েছে সবজির ক্ষয়ক্ষতি।এবার সবজির চাষ যোগ্য জমি ছিল ৩ লাখ ৮১ হাজার ৯৮ হেক্টর। এই চাষের মধ্যে ৩৩ শতাংশের বেশি ক্ষতি হয়েছে ৯২ হাজার ২৬৫ হেক্টর। ফসলের উৎপাদনের ক্ষতি হয়ে গিয়েছে ৯ লক্ষ ৯৪ হাজার ৮৬০ টন। টাকার হিসেবে এই ক্ষতির পরিমাণ হল ১৭ লক্ষ ৭ হাজার ৫৭ টাকা।

প্রভাত বাবু আরও জানিয়েছেন, বেশকিছু পরোক্ষ ক্ষতি হচ্ছে। এই মুহূর্তে বেশকিছু ধান রোপন ও আলুর জমি তৈরির কাজ হওয়ার কথা। বৃষ্টি হয়ে মাটি ভিজে যাওয়ার কারনে সেই প্রস্তুতিও পিছিয়ে গেল অনেকটা। তবে সমস্ত বীমা কোম্পানির সঙ্গে বৈঠক করে জানানো হয়েছে আপনারা মাঠ পরিদর্শন করুন। কোন কৃষক যাতে বীমার সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হয়। বাংলা শস্য বীমা যোজনায় গুরুত্ব এবার বেশি দেওয়া হয়েছিল।

অন্যদিকে জেলা শাসকের দফতর থেকে জানানো হয়েছে, জেলা জুড়ে আংশিক বাড়ি ক্ষতি হয়েছে ৯০০, পুরোপুরি ক্ষতি হয়েছে একটি । আরও হিসেব চলছে ।

বুলবুলের জেরে বাঁকুড়ার দুর্লভপুরে উড়ালপুলের উদ্বোধন স্থগিত হয়ে গেল

বাঁকুড়া, ১০ নভেম্বর (হি.স.) : ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের জেরে বাঁকুড়ার দুর্লভপুরে উড়ালপুলের উদ্বোধন স্থগিত হয়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই উড়ালপুলের উদ্বোধন করবেন এমনই কথা ছিল।রানীগঞ্জ ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর গঙ্গাজলঘাটি থানার দুর্লভপুর মোড়ের কাছে ডিভিসির মেজিয়া বিদ্যুৎ প্রকল্পের লেভেল ক্রসিংয়ের উপর উড়ালপুল উদ্বোধন হওয়ার কথা ছিল সোমবার। নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রিমোট কন্টোলের বোতাম টিপে উদ্বোধন করলেই এই উড়ালপুলটি যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হতো। কিন্তু বুলবুলের দাপটে দুই ২৪ পরগনা ও দুই মেদিনীপুর সহ কলকাতার একাংশ লন্ডভন্ড হয়ে গেল। কিন্তু বাঁকুড়ায় সেই তাণ্ডবের ছিটে ফেঁটা না দেখা গেলেও প্রভাব পড়ল উড়ালপুল উদ্বোধনে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে বুলবুলের জেরে উড়ালপুল উদ্বোধন কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে। ফের কবে অনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হবে তা পরে জানানো হবে। এদিকে বহু প্রতীক্ষিত এই লেভেল ক্রসিংয়ের উপর উড়ালপুল সম্পূর্ণ হওয়ায় এলাকাবাসী ভীষণ খুশি। এই উড়ালপুলের দাবিতে বহুবার বহু আন্দোলন করেছেন তৎকালীন বিরোধী তৃণমূল নেতারা। আন্দোলন করেছেন স্থানীয় মানুষজন। ২০১৩ সালে প্রথম বর্ষের কলেজ ছাত্রী ছিলেন সংহতি ঢাং বলেন, লেভেল ক্রসিংয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হত লকগেট পড়ে যাওয়ায়। তারপর একের পর এক কয়লা বোঝাই ওয়াগেন পার হলে গেট খুলতো। ফলে প্রায় দিন স্কুল-কলেজ, অফিস, কাছারীতে যেতে মানুষের দেরি হয়ে যেত। এছাড়াও জাতীয় সড়কের মত একটি ব্যস্ত সড়কপথ। শিল্পাঞ্চল হওয়ায় পণ্যবাহী যানবাহনের চাপে আরও ব্যস্ত হয়ে থাকে এই সড়ক পথটি। সংহতি ঢাং বলেন, আমি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে ফ্লাই ওভারের দাবি জানিয়ে চিঠি লিখেছি সংশ্লিষ্ট মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। অবশেষে ২০১৭ সালে উড়ালপুলের অনুমোদন আসে। ওই বছরই ফেব্রুয়ারি মাসে নির্মাণ কাজ শুরু হয়।

জানা গেছে, ২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে এই ফ্লাই ওভারটি নির্মিত হয়েছে। আড়াই বছরের সময় সীমার মধ্যেই কাজ শেষ হলেও গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে উদ্বোধন না হওয়ায় রাস্তাটি সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া যায়নি। যার ফলে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ দেখা দেয়।উড়ালপুলের উদ্বোধন করবে কে? এই নিয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি হয় রাজনৈতিক দলের।যেহেতু জাতীয় সড়কের উপর ফ্লাইওভার- সে কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও প্রতিনিধি উদ্বোধন করবেন এমনই ধারনা তৈরি হয়। তাছাড়াও বাঁকুড়ায় বিজেপির দুজন সাংসদ বর্তমান। অন্যদিকে সেতুর নির্মাণকাজ হয়েছে জেলা পূর্ত দফতরের অধীনে। সে কারণে একাংশের দাবি উদ্বোধন হবে মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরেই। এই টানা-পোড়েনের মধ্যে পড়ে উদ্বোধন হয়নি। তারপর পুজোর সময় থেকে উদ্বোধনের তোয়াক্কা না করেই উড়ালপুলের উপর যানবাহন চলাচল শুরু হয়ে যায়। কে এই উড়ালপুলের উপর দিয়ে যান চলাচলের অনুমোদন দিল তা কেউ স্বীকার করতে চাইছেন না।

তবে গঙ্গাজলঘাটি পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ জীতেন গরাই বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে উদ্বোধন হওয়ার পরই যানবাহনের জন্য সেতুটি খুলে দেওয়া হত। সেইমত সোমবার উদ্বোধনের দিন স্থির হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। কিন্তু ইতিমধ্যে দামোদর নদের দুর্গাপুর ব্যারেজের সেতু সংস্কারের কাজ শুরু হওয়ায় ওই রাস্তার সমস্ত যানবাহন ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে মেজিয়া সেতু দিয়ে পার করানো হচ্ছে। সে কারণে এই উড়ালপুলটি খুলে দিতে এক প্রকার বাধ্য হয়েছে স্থানীয় মানুষের চাপেই। বুলবুল না এলে ঠিক সময়ে উদ্বোধন হয়ে যেত। তবে শীঘ্রই উদ্বোধন হবে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে বলে তিনি জানান।

শিবসাগরে ভয়ংকর যান দুর্ঘটনায় হত মেডিক্যাল ছাত্র, আহত আরও এক

শিবসাগর (অসম), ১০ নভেম্বর (হি.স.) : শিবসাগরে ভয়ংকর এক সড়ক দুর্ঘটনায় অকালে ঝরে গেছে প্রতিভাবান জনৈক মেডিক্যাল ছাত্রের। একই দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন আরও একজন। নিহত মেডিক্যাল ছাত্রের নাম প্রত্যুষকুজন কৌশিক। তাঁর বাড়ি যোরহাটের মালৌআলি এলাকায়। প্রত্যুষকুজন যোরহাট মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলেন। দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে রবিবার ভোররাতে শিবসাগরের চারিং দুওরাপাড়ে ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে। আহতকে যুবককে যোরহাটের তারাজান বামুনগাঁওয়ের রঞ্জন বরঠাকুর বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, দুই বন্ধু প্রতুষকুজন এবং রঞ্জন এএস ০৪ সি ১৮৫০ নম্বরের মারুতি জেন কার নিয়ে শনিবার রাতে শিবসাগর থেকে যোরহাটে তাঁদের বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছিলেন। কিন্তু রাত প্রায় ২.৩০ মিনিট নাগাদ শিবসাগরের চারিং দুওরাপাড়ে ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে এএস ০১ ডিসি ০০৫৪ নম্বরের একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় তাঁদের গাড়ির। ঘন কুয়াশার জন্যই দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। দুর্ঘটনার পর ট্রাক নিয়ে পালিয়েছে চালক।

এদিকে রাতে ওই রাস্তায় যাতায়াতকারী অন্য গাড়ির যাত্রীদের কাছ থেকে গৌরীসাগর থানায় ফোন যায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে থানা থেকে পুলিশের দল গিয়ে মারুতি জেনের আহত দুজনকে উদ্ধার করে শিবসাগর অসামরিক হাসপাতালে নিয়ে আসে। কিন্ত হাসপাতালে আসার পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রত্যুষকুজন কৌশিক। অন্যদিকে গুরতর আহত রঞ্জন বরঠাকুরকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ডিব্রুগড়ে আসাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

দেশের শান্তি

● **প্রথম পাতার পর**

অযোধ্যা মামলার শীর্ষ আদালতের রায় ঘোষণার পর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে দেখা করে বাবা রামদেব, স্বামী পরমাত্মানন্দ, স্বামী অবধেসানন্দ গিরি দেশের শান্তি বজায় রাখার বিষয়ে আহ্বান জানান। তাদের মধ্যে প্রায় একঘন্টা কথা হয়।

ফসলের

● **প্রথম পাতার পর**

জেরে শহরের তাপমাত্রা অনেকটাই নিচে নেমে এসেছে। রোববার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াম। অসময়ে এই বৃষ্টিপাতের কারণে জনসাধারণের স্বাভাবিক চলাফেরা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এদিকে, আগরতলা মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দর থেকে জানানো হয়েছে, বুলবুলের কারণে ভারতের দক্ষিণের রাজ্যগুলোর সঙ্গে ত্রিপুরার আকাশপথে যোগাযোগ ব্যাপক বিঘ্নিত হচ্ছে। অনেক ফ্লাইট বিলম্বিত হচ্ছে, কিছু কিছু বাতিলও করা হয়েছে এতে বিপাকে পড়েছেন এসব ফ্লাইটের যাত্রীরা।

বিশ্বভারতী

আটের পাতার পর

‘বিশ্বভারতী পরিদর্শক তথা রাষ্ট্রপতি শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হয়েছেন। সমাবর্তন নিয়ে সব রকম প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে।’

দেবপ্রসাদ মেধা বৃত্তি অনুষ্ঠান ১১ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ নভেম্বর ।। প্রতি বছরের মতো দেবপ্রসাদ শতবর্ষ কমিটি এ বছরও এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেছেন। দেবপ্রসাদ শতবর্ষ কমিটির উদ্যোগে ২০১৯ সালের দেবপ্রসাদ মেধা বৃত্তি অনুষ্ঠান এ বছর ১১ই নভেম্বর ২০১৯, সন্ধ্যা ৫টায়, প্রেস ক্লাব হলে অনুষ্ঠিত হবে। বিশেষ অতিথি হিসেবে বর্ষীয়ান রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী শ্রীমতি বিভা সেনগুপ্ত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। শতবর্ষ কমিটির পক্ষে আমরা সবাইকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে আমন্ত্রণ জানাই।

পানিসাগরে চলছে বিদ্যুৎ চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিসাগর, ১০ নভেম্বর ।। রাজ্যে বিদ্যুৎ বিভ্রান্তি কমানোর জন্য সরকার যতই উদ্যোগ গ্রহণ করুক না কেন বিভিন্ন মহকুমা জুড়েচলছে দপ্তরের বিদ্যুৎ চুরি। প্রতিরোধে ব্যর্থ দপ্তর। পানিসাগর মহকমার পদ্মবিল জলাবাজার, ইন্দরাইল সহ বিভিন্ন গ্রাম গুলিতে অবাধে চলছে বিদ্যুৎ চুরি। কোন উদ্যোগ নেয়না পানিসাগর বিদ্যুৎ বিভাগ। বিদ্যুঠ এর ম্যানেজার উপ মেনেজার নিদেদের চেম্বারে বসেই কতিপয় কর্মচারীদের উপর ভরসা করে কর্তব্য পালন করে চলছে। অন্যদিকে একাংশ বিদ্যুৎ কর্মীদের যোগসাজসে চলছে বিদ্যুৎ চুরির হিড়িক।

পানিসাগর জুড়ে নেশার রহরমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিসাগর, ১০ নভেম্বর ।। উত্তর জেলা পুঢ়িশ আধিকারীকের হস্তক্ষেপে ছাড়া পেল নেশা বন্ধ করা ব্যর্থ তা বার বার জানান দিচ্ছে পানিসাগর মহকুমা পুলিশ। পুলিশের সামনে দিয়ে দিবালোকে নেশা টেবলেট সব বহু নেশার সামগ্রী আদান প্রদান হচ্ছে অথছ পুলিশ অন্ধ। মুখ্যমন্ত্রী যতই নেশামুক্ত ত্রিপুরার জন্য হুঙ্কার দেন না কেন শষ্যের মধ্যেই ভূত তাই চলছে পানিসাগর জুড়ে মদ সহ টেবলেট এর ব্যবসা।

বুলবুলের আতঙ্কের মাঝে বাংলাদেশে ত্রাণ শিবিরে জন্ম নিল ‘বুলবুলি’

ঢাকা, ১০ নভেম্বর (হি.স.) : কন্যা সন্তানের জন্ম দিলেন ঘূর্ণিঝড় বুলবুল তাণ্ডবে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেওয়া অন্তঃসত্বা মা ঊ বাংলাদেশের পটুয়াখালির কলাপাড়া উপজেলার নীলগঞ্জ এলাকার এরকই এক ত্রাণ শিবিরে জন্ম নিল শিশুকন্যা। বাবা-মা আদর করে নাম রাখলেন বুলবুলি। ঝড়ের আতঙ্কের মাঝেও নবজাতককে নিয়ে উৎসবে মেতে উঠল ত্রাণ শিবির।পশ্চিমবঙ্গের পর ঘূর্ণিঝড় বুলবুল তাণ্ডব চালাল বাংলাদেশে। ঘূর্ণিঝড় বুলবুল সুন্দরবন ছাড়িয়ে যে বাংলাদেশের দিকে যাবে সে কথা হাওয়া অফিস আগেই জানিয়েছিল। স্বাভাবিক ভাবে বাংলাদেশের প্রশাসনও তৎপর ছিল। বিভিন্ন এলাকার মানুষকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ত্রাণ শিবিরে। পটুয়াখালির কলাপাড়া উপজেলার নীলগঞ্জ এলাকার এরকই এক ত্রাণ শিবিরে জন্ম নিল শিশুকন্যা। বাবা-মা আদর করে নাম রাখলেন বুলবুলি। ঝড়ের আতঙ্কের মাঝেও নবজাতককে নিয়ে উৎসবে মেতে উঠল ত্রাণ শিবির।

নীলগঞ্জ ইউনিয়নের আবাসনের বাসিন্দা হুমায়রা বেগম। আবুল কালাম নামে এক যুবকের সঙ্গে বছর কয়েক আগে তাঁর বিয়ে হয়। সন্তানসম্ভাবা ছিলেন তিনি। শারীরিক অবস্থা ভাল ছিল না কয়েকদিন ধরেই। কিন্তু তার মধ্যেই ঘর ছেড়ে ত্রাণ শিবিরে ঠাঁই নিতে হয়েছিল। আতঙ্ক ছিল, যদি ওই শিবিরেই প্রসবযন্ত্রণা ওঠে! আর হলও তাই। প্রসব যন্ত্রণা উঠতেই তড়িঘড়ি তাঁর চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হয়। হুমায়রার স্বামী আবুল কালাম বলেন, “আমার কন্যাসন্তান পৃথিবীতে এসেছে। এটা আমাদের প্রথম সন্তান। আমরা খুব খুশি।” জানা গিয়েছে, মা এবং বুলবুলি দু’জনেই ভাল আছে। ঝড়ের মধ্যে ত্রাণ শিবিরে প্রসবের ঘটনা নতুন নয়। এর আগেও আয়লার সময়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এমন ঘটনা ঘটেছিল। সেই মেয়েরও নাম রাখা হয়েছিল আয়লা। ফণীর সময়েও জানা গয়েছিল ওডিশার এক ত্রাণ শিবিরে জন্ম নেওয়া সদ্যোজাতর নাম দেওয়া হয়েছিল ফণী। এবার বুলবুলি। -

কমপক্ষে কুড়ি

● **প্রথম পাতার পর**

পড়ে নারীসহ ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া ঝড়ে কয়েক হাজার ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে, কয়েকটি স্থানে বাঁধ ভেঙে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে এবং বিপুলসংখ্যক গাছ উপড়ে পড়েছে।রোববার ভোর থেকে দুপুরের মধ্যে ঝড়ের সময় এসব ঘটনা ঘটে। শনিবার (০৯ নভেম্বর) দিবাগত রাত থেকে এসব জেলায় ঘূর্ণিঝড়ের তা-ব শুরু হয়।

সকাল ৯টার দিকে খুলনার দাকোপ উপজেলার দণি দাকোপ গ্রামে গাছচাপা পড়ে প্রমীলা ম-ল (৫২) নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। তিনি ওই এলাকার সুভাষ ম-লের স্ত্রী।দাকোপ উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আবদুল ওয়াদুদ জানান, রাতে প্রমীলা দণি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইকোন শেল্টারে ছিলেন। সকাল ৯টা-সাড়ে ৯টার দিকে নিজের বাড়িতে যান তিনি। সেসময় একটি গাছ তার ওপরে পড়লে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

অপরদিকে,দিঘলিয়া উপজেলার সেনহাটি গ্রামে সকাল ৯টার দিকে বাসার পাশে গাছচাপায় মারা যান আলমগীর হোসেন (৩৫) নামে এক ব্যক্তি। দিঘলিয়া থানার ওসি মঞ্জুর মোর্শেদ এ তথ্য নিশ্চিত করেন।একই গ্রামে গাছ পড়ে আবদুর রহমান নামে এক ব্যক্তি আহত হয়েছেন।

রোববার বিকেল ৩টার দিকে বরিশালের উজিরপুর উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় ‘বুলবুল’র আঘাতে ঘরচাপা পড়ে আশালতা মজুমদার (৬৫) নামে এক বৃদ্ধা মারা যান।বৃদ্ধা আশালতা উজিরপুর পৌর এলাকার এক নম্বর ওয়ার্ডের দণি মাদারসী এলাকার বাসিন্দা। উজিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাসুমা আক্তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

রোববার ভোর রাতে গাছচাপা পড়ে পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জের উত্তর রামপুরা গ্রামের হামেদ ফকির (৬০) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। মির্জাগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শওকত আনোয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বরগুনা সদর উপজেলার ৯ নম্বর এম. বালীয়াতলী এলাকার ডিএন কলেজ আশ্রয়কেন্দ্রে হালিমা খাতুন (৬৬) নামে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। তার বাড়ি সদর উপজেলার বানাই গ্রামে।বরগুনা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনিচুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, হালিমা খাতুন নামের ওই নারী অসুস্থতার কারণে মারা গেছেন।রোববার দুপুরে জেলার নাজিরপুর উপজেলার মালিখালী ইউনিয়নের লড়া গ্রামে ঘরের উপর গাছ চাপা পড়ে ননী গোপাল ম-ল (৬৫) নামে এক বৃদ্ধ মারা যান। এতে গুরুত্বর আহত হয় একই পরিবারের সুমী (৮) ও নাসির (১৬) নামে দুই শিশু। ওই উপজেলার ৯ নম্বর কলারদোয়ানিয়া ইউপি চেয়ারম্যান হাসানাত ডালিম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।রোববার দুপুরে ঘূর্ণিঝড় ‘বুলবুল’র তা-বে বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলার বেতাগা ইউনিয়নের চাকুলী গ্রামে গাছচাপায় হিরা বেগম নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। হিরা বেগম একই গ্রামের মাসুম শেখের স্ত্রী। বাগেরহাটের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক কামরুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, নিহতের পরিবারকে ফকিরহাট উপজেলা প্রশাসনের প থেকে ২০ হাজার টাকা আর্থিক সহযোগিতা করা হয়েছে।এর আগে, সকালে বাগেরহাটের রামপাল উপজেলার ভরসাপুর গ্রামে গাছচাপা পড়ে সামিয়া খাতুন (১৫) নামে এক কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে। সামিয়া উপজেলার দরপোনারায়ণপুর গ্রামের বাবুল শেখের মেয়ে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তুষার কুমার পাল বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।রোববার দুপুরে ঘূর্ণিঝড় ‘বুলবুল’র তা-বে ঘরের টিনের চাল ভেঙে সালেহা বেগম (৫০) নামে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় আহত হন তার স্বামী আব্দুল আজিজ খাঁ।খবর পেয়ে জেলা প্রশাসক ওয়াহিদুল ইসলামসহ প্রশাসনের উর্ধতন কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। পরে নিহতের পরিবারকে ২০ হাজার টাকা আর্থিক সহয়তা দেন জেলা প্রশাসক।

এদিকে, ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের কারণে জেলার বিভিন্নস্থানে বন্ধ রয়েছে বিদ্যুৎ সংযোগ। তিগ্রস্ত হয়েছে বহু ঘরবাড়ি। উপড়ে পড়ছে অনেক গাছপালা।ঘূর্ণিঝড়ের সময় গাছ ভেঙে চাপা পড়ে নারীসহ দুইজন মারা যান। মৃতরা হলেন- কোটালীপাড়া উপজেলার বান্ধাবাড়ি গ্রামের ছেকেন হাওলাদার (৭০) ও সদর উপজেলার গোলাবাড়িয়া গ্রামে মতি বেগম (৬৫)। জেলা প্রশাসনের প থেকে তাদের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

হ্যাটট্রিক করে রোনাল্ডোকে স্পর্শ মেসির

বার্সেলোনা, ১০ নভেম্বর (হি.স.) : লা লিগায় গোলের হ্যাটট্রিকের নিরিখে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে স্পর্শ করলেন বার্সেলোনার কিংবদন্তি ফুটবলার লিওনেল মেসি। মূলত তাঁর কাঁধেই ভর করে শনিবার ক্যাম্প ন্যুতে সেল্টে ভিগোকে ৪-১ গোলে চূর্ণ করে লিগ টেবিলে শীর্ষস্থান দখল করেছে বার্সেলোনা। লা লিগায় সব মিলিয়ে ৩৪টি হ্যাটট্রিক করেছেন মেসি। ম্যাচের ২৩ মিনিটে প্যানাল্টি কর্নার থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর প্রথমার্ধের শেষের দিকে ফ্রি-কিক থেকে আরও একটি গোল করেন মেসি। দ্বিতীয়ার্ধের তৃতীয় মিনিটে আরেকটি অসাধারণ ফ্রি-কিকে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন এবারের ফিফা বর্ষসেরা ফুটবলার।
চলতি লিগে এই নিয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৮ গোল করলেন আর্জেন্টাইন তারকা মেসি। এদিনের ম্যাচে বার্সেলোনার হয়ে চর্তুথ গোলটি করেন সার্জিও বুসক্যুইটস।
উল্লেখ করা যেতে পারে ২০০৯ সালে রিয়ালে যোগ দিয়ে ক্লাবটিতে ৯ বছরের ক্যারিয়ারে সমান সংখ্যক হ্যাটট্রিকে রেকর্ডটি গড়েছিলেন রোনাল্ডো।

ফুটবলের জনক নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী এবার বড়োপর্দায়

কলকাতা,১০ নভেম্বর (হি.স.): ফুটবলের প্রতি বাঙালির চিরকালীন ভালবাসাঊ এবার কিংবদন্তি বাঙালি ফুটবলার নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর বড় পর্দায় ফুটিয়ে তুলবেন পরিচালক ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়ঊ তাঁর পরিচালিত এই ছবিতে নাম ভূমিকায় অভিনয় করবেন ঘাটালের সাংসদ অভিনেতা দেব।
বাঙালির 'ফুটবল প্রিয়' তকমাটা যে মানুষটার জন্য শুরু হল, তিনিই হলেন নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী ঊ তবে ,কালের সাথে সাথে তিনি যেন ইতিহাসের পাতায় হারিয়ে গেছেন ঊ তবে সেই কিংবন্তি ফুটবলার এবার বড় পর্দায় নিয়ে আসছেন পরিচালক ধ্রুবঊ ইতিমধ্যেই ছবির জন্য নিজের মতো করে তৈরি হতে শুরু করেছেন শুরু করেছেন তারকা সাংসদ দেব ঊ জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু হবে শুটিং। তবে, ছবির নাম কি হবে বা দেব ছাড়া অভিনেতা অভিনেত্রী কারা থাকছেন তা এখনও জানা যায়নি

সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে মিজোরামের বিরুদ্ধে জয় বাংলার

কলকাতা, ১০ নভেম্বর (হি.স.) : সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে সহজেই মিজোরামকে উড়িয়ে দিল বাংলা। নয় উইকেটে জিতল বাংলা। অসমের বিরুদ্ধে প্রথম দিনের ম্যাচটি বৃষ্টিতে না হওয়ায় শনিবারই বাংলার প্রথম ম্যাচ ছিল। সেই ম্যাচে মিজোরাম কোনও প্রতিরোধই গড়তে পারেনি বাংলা বোলারদের সামনে।
প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৪ উইকেটে মাত্র ৭৯ রানে শেষ হয়ে যায় মিজোরাম। অধিনায়ক কেবি পবন (অপরাজিত ৩৫) ছাড়া আর কারও ব্যাটে রান আসেনি। টি-২০তে যখন বোলাররা রান আটকাতে হিমশিম খান, তখন ঈশান পোড়েল দুই ওভারে মাত্র ৪ রান দিয়েছেন। আকাশদীপ ৪ ওভারে ৯ রান দিয়ে দুই উইকেট নেন। মনোজে তিওয়ারিও বল করেছেন। ৩ ওভারে ৬ রান দিয়ে ১ উইকেট পান তিনি।
জয়ের রান তুলতে মাত্র দশ ওভার নিয়েছেন বাংলা ব্যাটসম্যানরা। দুই ওপেনার বিবেক সিং ও শ্রীবৎস গোস্বামীই কার্যত জয়ের রান তুলে দেন। বিবেক সিং ৩২ বলে ৫২ রান করেন। শ্রীবৎস ২১ রানে নট আউট ছিলেন।
আগের দিন অসমের বিরুদ্ধে মাত্র তিন বল খেলার পরেই ম্যাচ বাতিল হয়ে যায়। পয়েন্ট ভাগাভাগি করে নিতে হয়। অসমের বিরুদ্ধে বাংলা জিততে পারত।
সেক্ষেত্রে পয়েন্ট ভাগাভাগি হওয়ায় কিছুটা ক্ষতিই হল বাংলার। গ্রুপে রয়েছে মুম্বই, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানার মতো টিম। মনে করা হচ্ছে, এ বারই আসল লড়াই শুরু হবে বাংলার।
বোলারদেরও পরীক্ষা। কারণ, অশোক দিন্দাকে বাদ দিয়ে টিম তৈরি হয়েছে। তা নিয়ে বিতর্ক হয়। বাংলার হয়ে আর খেলবেন না, এমন হুমকিও দেন দিন্দা। সেখানে বোলারদের, বিশেষ করে পেসারদের উপর বাড়তি দায়িত্ব এবং কিছুটা চাপও থাকছে। মিজোরামের সঙ্গে জেতায় তেমন কোনও পরীক্ষা হল না।

আন্তর্জাতিক টি-২০ ফর্ম্যাটে অনন্য রেকর্ডের সামনে লেগ-স্পিনার যুবেন্দ্র চাহাল

নাগপুর, ১০ নভেম্বর (হি.স.) : টিম ইন্ডিয়া অধিনায়ক রোহিত শর্মার পাশাপাশি এবার অনন্য রেকর্ডের সামনে লেগ-স্পিনার যুবেন্দ্র চাহাল। শেষ ম্যাচে আর একটি মাত্র উইকেট নিলেই অনন্য রেকর্ড গড়বেন চাহাল। আন্তর্জাতিক টি-২০ ফর্ম্যাটে ভারতীয় বোলারদের মধ্যে তৃতীয় বোলার হিসেবে ৫০টি উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করবেন টিম ইন্ডিয়ার এই লেগ-স্পিনার।রাজকোটে জিতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চলতি টি-২০ সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে ভারত। প্রথম ম্যাচ হারলেও দ্বিতীয় ম্যাচে ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মার ব্যাটে সিরিজে ফেরে টিম ইন্ডিয়া। প্রত্যাবর্তন সিরিজে বল হাতে পারফর্ম করেছেন লেগ-স্পিনার যুবেন্দ্র চাহাল।সিরিজের প্রথম দু'টি টি-২০ ম্যাচে সবচেয়ে বেশি উইকেট রয়েছে চাহালের ঝুলিতে। রবিবার নাগপুরে বিদর্ভ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সিরিজের শেষ ম্যাচে আর একটি মাত্র উইকেট নিলেই অনন্য রেকর্ড গড়বেন তিনি। চাহালের আগে মাত্র দু'জন ভারতীয় বোলার আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে ৫০টি উইকেট নিয়েছেন। অফ-স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিনের ঝুলিতে রয়েছে ৫২টি উইকেট। ডানহাতি পেসার জসপ্রীত বুমরাহ নিয়েছেন ৫১টি উইকেট।রবিবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ ম্যাচে একটি উইকেট নিলেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কুড়ি-বিশের লড়াইয়ে ৫০টি উইকেটের মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলবেন চাহাল। এখনও পর্যন্ত কোনও ভারতীয় লেগ-স্পিনার টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিকে এই মাইলস্টোন ছুঁতে পারেননি। আগামী বছর টি-২০ বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে তরুণদের সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ফরে চাহালে দলে ফেরান নির্বাচকরা। দলে ফিরেই পার্ফম করে নিজের জায়গা পাকা করেন চাহাল।

কেপিএলে ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগে এবার সিসিবির জালে আন্তর্জাতিক বুকি শ্যাম

নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর (হি.স.) : কর্ণাটক প্রিমিয়ার লিগ বা কেপিএলে ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগে এবার আরও একজনকে গ্রেফতার করল বেঙ্গালুরুর সেন্ট্রাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা। ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগে আগেই গ্রেফতার হয়েছেন রঞ্জি ক্রিকেটার সিএম গৌতম ও আবরার কাজি। তাঁদের জেরা করা ধরা হয়েছিল সেলিব্রেটি ড্রামবাদক ভবেশ বাফনাকে। আর জেলে থাকা সেই বাফনাকে জেরা করে এবার ধরা হল আন্তর্জাতিক বুকি শ্যামকে। হরিয়ানার বাসিন্দা ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছেন বেঙ্গালুরুর সেন্ট্রাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা। তার নামে লুকআউট নোটিস জারি হওয়ার পরেই দেশে ছেড়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ পালিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা হল না। তাকে গ্রেফতার হতে হল ক্রাইম ব্রাঞ্চের হাতে। এখনও পর্যন্ত সবমিলিয়ে ছ'জন দোষী ক্রিকেটারকে গ্রেফতার করল কর্ণাটক পুলিশ। তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলবন্দি ভবেশ বাফনা ও সদ্য ধৃত শ্যাম মিডিলম্যানের মাধ্যমে কর্ণাটক প্রিমিয়ার লিগ খেলা ক্রিকেটার ও কোচদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। তাদের মাধ্যমে ম্যাচ গড়াপেটায় অংশ নিত। কর্ণাটক প্রিমিয়ার লিগে বিলারি তুস্কার্সের হয়ে খেলা সিএম গৌতম ও আবরার কাজি গ্রেফতার হওয়ার পরেই ভূপেশ বাফনার কথা জানা যায়। আর তাকে গ্রেফতার করে জেরা করতেই বেরিয়ে আসে আন্তর্জাতিক বুকি শ্যামের জড়িত থাকার কথা। তদন্তে নেমে গোয়েন্দারা জানতে পারেন ওয়েস্ট ইন্ডিজে আত্মগোপন করেছে অভিযুক্ত।
এরপরই তার নামে লুকআউট নোটিশ জারি করার পাশাপাশি হরিয়ানায় থাকা বাড়িতে নজর রাখা হয়।
আর ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে সেখানে ফিরতেই তাকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতকে জেরা করে ম্যাচ গড়াপেটা চক্রের সঙ্গে আরও কারা যুক্ত আছে তা জানার চেষ্টা চলছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে বেটিং কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য গ্রেফতার করা হয়েছিল দু'জনকে।

ত্রিপুরা সরকার
মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য্যালয়
খোয়াই, ত্রিপুরা

আমন্ত্রণ পত্র

মহাশয় / মহাশয়া,
আগামী ১১ই নভেম্বর ২০১৯ইং তারিখে রোজ সোমবার বেলা ১২ ঘটিকায় খোয়াই নতুন টাউন হলে খোয়াই মহকুমা ভিত্তিক উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের মেধাবৃত্তি পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ২০১৯ এর আয়োজন করা হইয়াছে
উক্ত অনুষ্ঠানে নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিবেন।

উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি ঃ শ্রীযুক্ত মেবার কুমার জমাতিয়া,
মাননীয় মন্ত্রী, উপজাতি কল্যাণদপ্তর, ত্রিপুরা সরকার।
সম্মানিত অতিথিবৃন্দ ঃ শ্রীযুক্ত জয়দেব দেববর্মা,
মাননীয় সভাধিপতি, খোয়াই জেলা পরিষদ।
শ্রীযুক্ত পিনাকী দাস চৌধুরী,
মাননীয় বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধানসভা।
শ্রীমতি ঊষা ভট্টাচার্য্য (বিশ্বাস)
মাননীয়া চেয়ারপার্সন, খোয়াই পুর পরিষদ।
বিশেষ অতিথি ঃ শ্রীযুক্ত পঙ্কজ চক্রবর্তী, আইএএস
মাননীয় জেলাশাসক ও সমাহর্তা,
খোয়াই ত্রিপুরা।
সভাপতি ঃ শ্রীযুক্ত প্রশান্ত দেববর্মা
মাননীয় বিধায়ক ত্রিপুরা বিধানসভা।

উক্ত মহতি অনুষ্ঠানে আপনার / আপনাদের সানুরাগ উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি নন্দিত হয়ে উঠুক।
ইতি- নিবেদক
মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট, খোয়াই, ত্রিপুরা।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

রবিবার বনমালীপুর এলাকার বাসিন্দা জয়দ্বীপ গাঙ্গালির বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

হজরত মহম্মদের জন্মদিন পালিত কদমতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১০ নভেম্বর।। সমস্ত দিনব্যাপী বুলবুলকে উপেক্ষা করেও প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা ও যথাযথ মর্যাদায় উত্তরের কদমতলা থানা এলাকার রাজনগর কালাগাঙ্গের পার এলাকায় পালন করা হল বিশ্বনবি হজরত মহম্মদের জন্মদিন।এই উপলক্ষে নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছিল আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের স্থানীয় যুব কমিটি।যার অন্যতম ছিল জশনে জুলুসে মহম্মদি।পূর্ব ঘোষিত সূচি অনুযায়ী এদিন সকালে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অর্থাৎ জুলুস বের করা হয়। শোভাযাত্রায় যোগদিতে সকাল থেকেই সুসজ্জিত গাড়ি নিয়ে ইসলাম সম্প্রদায়ের অসংখ্য মানুষ জড়ো হন।সকাল দশটা নাগাদ শুরু হয় জুলুস। এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে এর সূচনা করেন যুব আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত কমিটি সদস্যরা।সুন্দর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে এই শান্তি মিছিলে সবাইকে যোগ দেওয়ার আহবান জানান উদ্যোক্তারা।কালাগাঙ্গের পার থেকে শুরু হয়ে শোভাযাত্রাটি কদমতলা ব্লক এলাকার প্রধান প্রধান সড়ক পরিক্রমা করে।শোভাযাত্রায় অংশগ্রহনকারীদের অতি আনন্দ উল্লাস পরিলক্ষিত হয়।শতাধিক ছোটবড় যানবাহন ও সহস্রাধিক মানুষের সম্মিলিত শোভাযাত্রা দুপুর বারোটা নাগাদ পৌছায় কদমতলা বাজার প্রাঙ্গণে।সেখানে ঈদে মিলাদুন্নবির তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন কমিটির সদস্যরা। এরপর মিলাদ শরিফ ও বিশেষ প্রার্থনার মাধ্যমে দিনের কর্মসূচির সমাপ্তি হয়। প্রসঙ্গত, গোটা কর্মসূচি নির্বীঘ্নে সফল করতে যথেষ্ট সক্রিয় ছিল কদমতলা পুলিশ প্রশাসন।তাই আয়োজকদের পক্ষথেকে তাদের ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে একাধিক সংস্থা ও সংগঠন। এছাড়াও রবিবার কদমতলা ব্লক এলাকার বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয় কর্মসূচি ও বিশেষ উপাশনা তথা প্রার্থনার মাধ্যমে দিনটি উদযাপন করা হয়।

উদয়পুরে কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১০ নভেম্বর।। জাতীয় কংগ্রেস কমিটির কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে উদয়পুর জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক ব্যর্থতার প্রতিবাদে এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। উদয়পুর কংগ্রেস ভবন থেকে মিছিলটি বের হয়ে সেন্টাল রোড নিউটাউন রোড প্রদক্ষিণ করে পুনরায় কংগ্রেস ভবনে এসে শেষ হয়। বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে এদিন কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা এই বিক্ষোভ মিছিলে অংশ গ্রহণ করে। এই বিক্ষোভ মিছিলে এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি সৌমিত্র বিশ্বাস, কংগ্রেস নেতা বাপী ভৌমিক, বিপ্লব সাহা, পিন্টু সাহা, চঞ্চল দে, দিনেশ বর্মন, পরিমল ভৌমিক, মিলন কর প্রমুখ।

রাজ্য ফার্মাসি কাউন্সিল বিভিন্ন কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১০ নভেম্বর।। আগামী ২৩শে নভেম্বর জাতীয় ফার্মাসি সপ্তাহ। ফার্মাসি সপ্তাহকে সামনে রেখে রাজ্য ফার্মাসি কাউন্সিল বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। রবিবার দুপুরে উদয়পুর জেলা পরিষদের মিলনায়তনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে তথ্য জানান। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যকে নেশা মুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এই উদ্যোগগে সফল করতে সরকারী প্রয়াসের পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠনকে এগিয়ে আসতে হবে।

ত্রিপুরা রাজ্য ফার্মাসি কাউন্সিল মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছে। সংগঠন তাদের জাতীয় ফার্মাসি সপ্তাহ উদ্‌যাপনের অঙ্গ হিসেবে মাদব বিরোধী সচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

রবিবার আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এবিষয়ে তথ্য দিতে গিয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান, আগামী ২৩শে নভেম্বর উদয়পুরের রাজর্ষী হলে ৫৮তম জাতীয় ফার্মাসি দিবস পালন করা হবে। এদিন বেলা ১১ টায় অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে। এউপলক্ষে এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়েছে। আলোচনা চক্রে ওষুধের ভালো মন্দ ব্যবহার এবং ওষুধ প্রয়োগের পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

যুব সমাজকে ড্রাগ আসক্তি থেকে মুক্ত রাখার বিষয়েও গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের ভূমি ও রাজস্ব মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, রাজ্যের কৃষি, পরিবহণ ও পর্যটক দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, গোমতী জেলার জেলা সভাধিপতি স্বপন আধিকারিক প্রমুখ। তারা আরোও জানান আগামী ১৪ই সেপ্টেম্বর রাজ্যের সবচেয়ে পশ্চাদপদ এলাকা কাঞ্চনপুরে ড্রাগ আসক্তি বিরোধী কর্মসূচী পালন করা হবে। ড্রাগ যুবসমাজকে চরম সর্বনাশের দিকে নিয়ে যাচ্ছে বলেও তারা অভিমত ব্যক্ত করেন। রাজ্যকে নেশামুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে অন্যান্য সংগঠনগুলিকেও এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে ত্রিপুরা ফার্মাসি কাউন্সিল এজন্য সারা রাজ্যে ড্রাগ বিরোধী প্রচার , সভা এবং আলোচনা চক্র সংগঠিত করা হবে বলেও তারা জানিয়েছেন।

রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থারও উন্নয়ন ঘটাতে হবে রাজ্যপাল

আগরতলা, ১০ নভেম্বর।। গতকাল এজিএমসি ও জিবি হাসপাতালের কার্লস্টেইন অডিটোরিয়ামে অ্যাসোসিয়েশন অব সার্জনস অব ইন্ডিয়া-ত্রিপুরা চাপ্টার-এর ১৫তম জাতীয় বার্ষিক সম্মেলন শুরু হয়। রাজ্যপাল রমেশ বৈস এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। এই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, সারা দেশের সাথে এ রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থারও উন্নয়ন ঘটাতে হবে। তিনি সার্জনদের এ রাজ্যের দরিদ্র মানুষের কম খরচে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য পন্থা খুঁজে বের করতে অনুরোধ জানান। তিনি নিজেও একাজে সহায়তা দেবেন বলে মন্তব্য করেন। এই সম্মেলনে রাজ্যপাল একটি স্মরণিকাও প্রকাশ করেন। স্বাগত ভাষণ দেন আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান এসএম দাস। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক এম কে দাস অ্যাসোসিয়েশন অব সার্জনস অব ইন্ডিয়া, ত্রিপুরা চাপ্টার-এর সভাপতি ডা. প্রদীপ সরকার প্রমুখ। এই সম্মেলনে ত্রিপুরা ছাড়াও অন্যান্য রাজ্যের সার্জনসরাও উপস্থিত ছিলেন।

মজদুর সংঘের উদ্যোগে আগরতলায় আলোচনাসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ নভেম্বর।। বিজেপি দলের অন্যতম পথ প্রদর্শক দত্তপন্থ ঠেংড়ীর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের অঙ্গ হিসেবে ভারতীয় মজদুর সংঘের উদ্যোগে রবিবার আগরতলায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। দত্তপন্থ ঠেংড়ী জন্ম শতাব্দী সমারোহে সমিতি ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে রবিবার আগরতলায় এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাচক্রে প্রধান এক অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। আলোচনায় অংশ নিয়ে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, দত্তপন্থ ঠেংড়ী রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, কল্যান আশ্রম, বিদ্যার্থী পরিষদ, কর্মচারী সংঘ গড়ে তুলেছেন। তিনি তার বুদ্ধিমত্তাকে সর্বত্র সঠিকভাবে কাজে লাগিয়েছেন। মেধা ও দেহ প্রত্যয়কে কাজে লাগিয়ে ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতির ভাবধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কাজ করে গেছেন। আমরা আজ যে ভারতবর্ষ দেখছি সেই ভারতবর্ষের রূপরেখা তৈরীর কারিগড়দের মধ্যে দত্তপন্থ ঠেংড়ী ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন একজন রাষ্ট্রপুরুষ। তিনি বেশকিছু সংখ্যক বইও লিখে গেছেন। ওইসব বই আমাদের জীবনধারা ও রাষ্ট্রকে সঠিক পথে পরিচালনা করার দিক নির্দেশ করে গেছেন। তখন এক মহামানবের জন্ম শতবর্ষ পালন করা হচেছ। ভারতীয় মজদুর সংঘ এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করার সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক তাদেরকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বুলবুলের প্রভাবে পশ্চিম মেদিনীপুরে ৯০০ বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত

মেদিনীপুর, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : আশঙ্কার তুলনায় পশ্চিম মেদিনীপুরে কম বৃষ্টিপাত হলেও কৃষিতে সুদূরপ্রসারী ক্ষতির সম্ভাবনা অনেকটাই, জানাল কৃষি দফতর। রবিবারের মত আবহাওয়ার উন্নতি হতে থাকলে সবজি ও আলুর জমি তৈরির কাজ হয়তো সময়ে হবে। কিন্তু সামগ্রিক কৃষিতে ক্ষতি থাকছেই।যার কারণে কৃষকদের বাঁচাতে সমস্ত বীমা কোম্পানিকে নিয়ে বৈঠক করলেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। জেলাশাসকের দপ্তর এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ন-শোর বেশি বাড়ি ইতিমধ্যেই আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একটি।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কন্টোল রুম খুলে চারদিকে নজর রাখার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি দপ্তর এর পক্ষ থেকে মাঠ পরিদর্শন করে কৃষিতে সম্ভাব্য ক্ষতির একটা চিত্র তুলে নেওয়া হয়েছে রবিবার বিকেলের মধ্যে। দফতরের করা হিসেব অনুসারে কৃষি দফতরের ডেপুটি ডিরেক্টর প্রভাত বসু জানিয়েছেন, প্রস্তুতি হিসেবে কৃষি দফতর যে পরিমাণ বৃষ্টি ঝড়ের আশঙ্কা করেছিল সেই পরিমাণ হয়নি। তবে বুলবুলের কারণে একদিনে বৃষ্টি হয়েছে ২০.৪

ছয়ের পাতায় দেখুন

ধস লামডিং-বরাক ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে রাস্তা থেকে খাদে ১২ চাকার লরি

লামডিং (অসম), ১০ নভেম্বর (হি.স.) : ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে লামডিং থেকে বরাক উপত্যকার শিলচরগামী চার লেনের ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ধসে রাস্তা থেকে পাশের প্রায় ২০ ফুট গভীর খাদে গড়িয়ে পড়েছে ১২ চাকার একটি পণ্যবোঝাই লরি। দুর্ঘটনাটি লামডিং থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরে। তবে দুর্ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, শনিবার রাতে বৃষ্টিপাত হচ্ছিল। ওই সড়ক দিয়ে শিলচরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল পণ্যবোঝাই ১২ চাকার ওই ট্রাক। সে সময় বিপরীতগামী একটি গাড়িকে পাস দিতে গিয়ে জাতীয় সড়কের পৃষ্ঠভাগ ধসে ট্রাকটি পাশে প্রায় ২০ ফুট গভীর খাদে গড়িয়ে পড়ে। সড়কপথে গুয়াহাটি থেকে বরাক উপত্যকার তিন কাছাড়, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ ও ডিমা হাসাও জেলা, দুই রাজ্য ত্রিপুরা এবং মিজোরামে যাতায়াতের একমাত্র এই সড়ক। সড়কের যা পরিস্থিতি, যে কোনও সময় আরও বিশাল ধসের দরুন বৃহত্তর এলাকার সঙ্গে সড়কপথে যাতায়াত ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

ওয়াকিবহাল মহলের অভিযোগ, গত অক্টোবরে দুর্গাপূজার সময়য় এই সড়কে ধস নেমেছিল। সে সময় হোজাই জেলা প্রশাসন এর সংস্কার করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও পূর্ত দফতর এ-ক্ষেত্রে কোনও পদক্ষেপই নেয়নি। যার ফলে এই সড়কের ৬০ শতাংশ অংশ ধসে পড়ছে বৃষ্টির জন্য।

রবিবার রাধামাধব জিউ মন্দিরের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সূচনা করেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। ছবি- নিজস্ব।

সোমবার সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতিকে চিত্রাবলী উপহারে সম্মানিত করবে বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন, ১০ নভেম্বর (হি.স.) : কবির আঁকা ছবি এবং চিত্রাবলী উপহারে সম্মানিত করা হবে বিশ্বভারতী পরিদর্শক তথা দেশের রাষ্ট্রপতি কে। রবিবার দুদিনের সফরে শান্তিনিকেতনে এলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। ১১ নভেম্বর বিশ্বভারতীর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি। রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় তাঁকে হেলিপ্যাডে অভ্যর্থনা জানান।

১১ নভেম্বর সোমবার বিশ্বভারতীর আম্রকুঞ্জে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। প্রথা অনুযায়ী আচার্য তথা প্রধানমন্ত্রী সমাবর্তনে উপস্থিত থাকেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সময় দিতে না পারায় পরিদর্শক হিসাবে রাষ্ট্রপতি উপস্থিত থাকছেন। সঙ্গে থাকবেন রাজ্যপাল জগদীশ ধনকর। আগামীকাল সকাল ১০.৩০ মিনিটে আম্রকুঞ্জের জহরবেদীতে সমাবর্তনে যোগ দেবেন রাষ্ট্রপতি। এখানেই প্রথা অনুযায়ী পড়ুয়াদের হাতে সপ্তপর্ণী (ছাতিমপাতা) ও শংসাপত্র তুলে দেবেন রাষ্ট্রপতি।

সোমবার সকালে ঐতিহ্য মেনে উততরাযনের উদযন বাড়িতে কবি কক্ষে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে রাষ্ট্রপতি পৌঁছবেন ছাতিমতলা। এর মাঝে বিশ্বভারতী খেয়াল খাতায় (ভিজিটর বুক) স্বাক্ষর রাখবেন পরিদর্শক। ছাতিমতলা থেকে থেকে বিশ্বভারতী কর্ম সমিতির সদস্য, একাডেমিক কাউন্সিল সদস্য, কোর্ট সদস্য, বিভিন্ন ভবন অধ্যক্ষদের সঙ্গে মিলিত হবেন। উপাচার্য কে সঙ্গে নিয়ে বকুল বিথি থেকে শুরু হবে সমাবর্তনের শোভাযাত্রা। আম্রকুঞ্জে মাঝ খান দিয়ে শোভাযাত্রা পৌঁছবে জহরবেদীতে। সমাবর্তন মঞ্চে উপস্থিত থাকবেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ রাজ্যপাল জগদীশ ধনকর এবং উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। শুরুতে জাতীয় সঙ্গীত। পরে অতিথিদের বরন করবেন ছাত্রীরা। আগামীকাল বেদগানের মাধ্যমে শুরু হয়ে যাবে সমাবর্তন। সংকল্প বচন পাঠ শেষে উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী স্বাগত ভাষন দেবেন। পরিদর্শক ছাত্র ছাত্রীদের প্রতিনিধিরূপে সপ্তপর্নী তুলে দেবেন উপাচার্যের হাতে। পরিদর্শক তথা রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এবছর সমাবর্তনে দীক্ষান্ত ভাষন দেবেন। শান্তি বচনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হবে।

তবে এবার ও সমাবর্তন পর্বে বিশ্বভারতী সর্বোচ্চ সন্মান দেশিকোত্তম সহ অন্যান্য পুরস্কার দেওয়া পথা বন্ধ থাকছে। শেষ ২০১৩ সালের সমাবর্তনে দেশিকোত্তম, গগন, অবন, রথীন্দ্র পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। কিন্ত ২০১৮ সালে আচার্য নরেন্দ্র মোদী উপস্থিততে সমাবর্তনে দেশিকোত্তম সহ কোন পুরস্কার দেওয়া হয় নি। পুরস্কার প্রাপক দের নাম তৎকালীন মানব সম্পদ মন্ত্রককে পাঠানো হলেও তা অনুমোদিত হয় নি।। এবারও এই পুরস্কার দেবার জন্য রাষ্ট্রপতি দফতরের কাছে অনুমতি চাওয়া হলেও সময়ে অভাবে তা বাতিল করা হয়েছে বলে বিশ্বভারতী সুত্রে জানা গেছে।

এবছর ২০১৮ - ২০১৯ শিক্ষা বর্ষে মোট ৪৭২৫ জন ছাত্র ছাত্রী কে সমাবর্তনে পর সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী কে ও আমন্ত্রন জানিয়েছে বিশ্বভারতী। বিশ্বভারতী পক্ষ থেকে পরিদর্শককে উপহার স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের হাতে আঁকা ছবি রেপ্লিকা তুলে দেওয়া হবে। রবীন্দ্রনাথের আঁকা চারটি ছবি ফ্রেম বন্দী করেছে বিশ্বভারতী। এছাড়াও থাকছে চার খন্ডের রবীন্দ্র চিত্রাবলী। এছাড়াও কিছু বই। উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী পরিদর্শকের হাতে বিশ্বভারতী পক্ষ থেকে তুলে দিয়ে সম্মানিত করবেন।

সমাবর্তনের শেষে রাষ্ট্রপতি বিশ্বভারতী আশ্রম প্রাঙ্গন ঘুরে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করায তার ও প্রস্তুতি নিচ্ছে বিশ্বভারতী।ইতিমধ্যেই পাঠভবনের দেওয়ালে যে সব পেন্টিং রয়েছে তা দেখতে আগ্রহ করেছেন রাষ্ট্রপতি। এছাড়াও কলাভবন চত্বরে রাম কিঙকরের তৈরি মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি ও দেখবেন রাষ্ট্রপতি। এর জন্য আশ্রমে নিরাপত্তা অনেক গুন বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রপতি ভবনের আধিকারিকেরা দুদফায সমগ্র আশ্রম ঘুরে দেখেছেন।

২০১৮ প্রধানমন্ত্রী মোদী উপস্থিততে সমাবর্তনে পানীয় জলের অভাব নিয়ে কেলেঙ্কারি জন্য ভাষন দিতে উঠে ছাত্র ছাত্রীদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন আচার্য। সেই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার অনুষ্ঠান স্থলের জায়গায জায়গায পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা রাখছে বিশ্বভারতী। সমাবর্তনকে প্লাস্টিক মুক্ত রাখার জন্যে জলের পাউচ বা বোতল নিয়ে ঢোকা বন্ধ করার উদ্যোগ শুরু হযেছে। বিশ্বভারতী জনসংযোগ আধিকারিক অনির্বাণ সরকার বলেন, ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।